

সংকলক

আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান সুযুতী (র)

নবী করীম (সা)-এর
ওসীয়াত

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত

লেখক (স) আব্দুল ফয়ল আবদুর রহমান সুযুতী (র)
 প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৩ হিজরী
 দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৩৮৫ হিজরী
 তৃতীয় প্রকাশ : ১৩৮৬ হিজরী
 চতুর্থ প্রকাশ : ১৩৮৭ হিজরী

আল্লামা আবুল ফয়ল আবদুর রহমান সুযুতী (র)

সংকলিত

মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত
[আলী ইবন আবু তালিব (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশে]
আব্বাসী আবুল ফযল আবদুর রহমান সুয়ুতী (র) সঙ্কলিত
মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনুদিত

ইফা প্রকাশনা : ১৯৭৭/৪
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৮
ISBN : 984-06-0557-7

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০০

পঞ্চম সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৯
বৈশাখ ১৪১৬
রবিউস সানি ১৪৩০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০.০০ টাকা

NABI KARIM (S)-ER OSIAT : Compiled by Allama Abul Fazal Abdur
Rahman Suyuti (R), translated by Maulana Muhammad Rizaul Karim
Islamabadi into Bangla and published by Abu Hena Mustofa Kamal,
Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-
e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone.: 8128068 April 2009

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 20.00 ; US Dollar : 0.75

প্রকাশকের কথা

নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত (সা) সমগ্র জাতির জন্য যেমন আলী ইবন আবু তালিব (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি আজও বিশ্বজুড়েই ইসলামের উন্নয়নের জন্য আলী ইবন আবু তালিব (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

সূচিপত্র

নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত	
[হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর উদ্দেশে]	৯
নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত	
[হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশে]	২৫
পরিচিতি : হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)	৩৯
পরিচিতি : হযরত আবু হুরায়রা (রা)	৪৩
রিসালা গ্রন্থের সংকলকের পরিচিতি	৪৮

প্রকাশকের কথা

নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সা) সমগ্র জাতির জন্য যেমন তাঁর অমিয় বাণী রেখে গেছেন, তেমনি ব্যক্তি বিশেষকেও তিনি দিয়েছেন উপদেশ; করে গেছেন ওসীয়াত। এসব ওসীয়াত ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্যে করলেও তা সমগ্র মানব জাতিরই সম্পদ। কারণ, মহানবী (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীনরূপে। কাজেই ব্যক্তির প্রতি তিনি যে ওসীয়াত করে গেছেন তা আর ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এসব ওসীয়াতের উত্তরাধিকার ব্যক্তি নয়, সমগ্র মানব জাতি। এসব ওসীয়াত নবীজী (সা)-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীসের সমমর্যাদায় পরিসিদ্ধ। নবী করীম (সা) তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এবং ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে যেসব ওসীয়াত করেছেন, সেগুলো আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান সুয়ুতী (র)-এর রিসালা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী এ মহামূল্যবান ওসীয়াতনামা দুটি মক্কা শরীফের 'মাকতাবাতুল হারম আল মক্কী আশ-শরীফ' লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অনুবাদ করেন।

মহানবী (সা)-এর ওসীয়াতনামা দু'টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০০০ সালে। ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে ইতিমধ্যে গ্রন্থটির চারটি সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে লাখো গুজরিয়া জানাই। আল্লাহ আমাদের এ ওসীয়াতগুলোর দ্বারা ইহকালীন ও পরকালীন নাজাতের পথ খুঁজে পাওয়ার তৌফিক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

১৯৯৩ইং-এর কথা। রমযানে উমরার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। প্রায় চারমাস সেখানে অবস্থানের ব্যবস্থা হয়। মক্কা শরীফে একটি লাইব্রেরী আছে, লাইব্রেরীটি সউদী সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এর নাম 'মাকতাবাতুল হারম আল মক্কী আশ-শরীফ'। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরী। এ লাইব্রেরীর অবস্থান বহুদিন পর্যন্ত মসজিদুল হারামের বাবে আবদুল আযীযের বিপরীতে একটি ৮/৯ তলা ভবনে ছিল। ১৯৯৩ সালে দেখি সে ভবন থেকে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয় 'সাবে' মনসূরে' মনসূর রোডে অবস্থিত রাবেতা আলমে ইসলামীর সাবেক অফিস ভবনে। এ লাইব্রেরীতে ইসলামী জ্ঞানের নানা বিষয়ের প্রায় পঞ্চাশ হাজার গ্রন্থ রয়েছে বলে জানতে পারি। প্রায় গ্রন্থই আরবী ভাষায় রচিত। তন্মধ্যে ৮ হাজারের মত হস্তলিখিত দুস্ত্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনা অতি সুন্দর ও চমৎকার। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিভাগের নাম হলো 'শু'বা-ই-মাখতুতাত' বা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিভাগ। এ বিভাগের একজন মুদীর বা পরিচালক রয়েছেন। ১৯৯৩ সালে এ বিভাগের যিনি মুদীর ছিলেন তাঁর নাম মুহাম্মদ সৈয়দ আহমদ মুতী'উর রহমান। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ৮/৯ বছর পূর্ব থেকে। তিনি আমার সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। আমার ৭/৮ বার মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম প্রথম কয়েক বছর এ লাইব্রেরীর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। এরপর থেকে আমি যখনই মক্কা মু'আজ্জমায় উপস্থিত হয়েছি—এ লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ও গ্রন্থাদি দেখার জন্য হাযির হতে চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু গ্রন্থের নামের একটি তালিকাও অনেক চেষ্টা করে তৈরি করেছি। কিছু গ্রন্থ আমি ফটো করেও এনেছি। এ লাইব্রেরীর মহাপরিচালক শায়খ সুলায়মান ইবন ওবায়দ এক মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বরণ করি। যখনই কোন কিতাব ভাল লাগছে ফটোর প্রয়োজন হয়েছে, তাঁর কাছে বলার সাথে সাথে তিনি আমার আগ্রহ পূর্ণ করেছেন। ১৯৯৩ সালে তাঁকে সে লাইব্রেরীতে না পেয়ে বড় আশাহত হলাম। তিনি অন্যত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে চলে গেছেন বলে জানতে পারলাম। ১৯৯৩ সালে সেই লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি বিভাগের রেজিস্টার দেখতে দেখতে একটি হস্তলিখিত গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি-নিবন্ধ হলো। গ্রন্থটির নাম

[সাত]

'রিসালাতু ইমাম আস-সুযুতী'। এ গ্রন্থটিতে ইমাম আবুল ফযল আবদুর রহমান সুযুতী (র)-এর কয়েকটি ছোট ছোট পুস্তিকা বা রিসালা রয়েছে। এর মধ্যে দেখতে পেলাম দুটো ওসীযতনামা। যার একখানার নাম হলো :

وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

অর্থাৎ : নবী করীম (সা)-এর ওসীযত তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় খানার শিরোনাম হলো :

وَصِيَّةُ النَّبِيِّ الْمَكْرُمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অর্থাৎ : নবী করীম (সা)-এর ওসীযত আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশ্যে।

মহামূল্যবান ওসীযত দুখানা দেখে আমি ফটো কপি নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। তখন এ বিভাগের পরিচালকের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করলেন এবং আমার অগ্রহ পূরণ করলেন। এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ আমি জানি, এ মূল্যবান সম্পদ আমাদের দেশে পাওয়া যাবে না। প্রথম ওসীযত-এর পাণ্ডুলিপি খানার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। দ্বিতীয় ওসীযত-এর পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যাও ১৬। মক্কা শরীফের পাণ্ডুলিপি বিভাগে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিখানা ১০৩৫ হিজরী সনে লিখিত। পাণ্ডুলিপিখানা যার হাতে লিখিত তাঁর নাম—হাজী শায়খ মুহাম্মদ মৌলভী ইবন শায়খ আলী বশকতান। আমি প্রথম ওসীযতখানার বাংলায় অনুবাদ করি ১৪১৫ হিজরী, ৭ রবিউল আউয়াল মুতাবেক ১৬ আগস্ট, ১৯৯৪ইং-তে।

দ্বিতীয় ওসীযতখানার অনুবাদ করি ১ বছর পর অর্থাৎ রবিউল আউয়াল, ১৪১৬ হিজরী, মুতাবেক আগস্ট, ১৯৯৫ ইং-তে। প্রথম ওসীযতের অনুবাদ একটি দৈনিক পত্রিকা ও মাসিক অগ্রপথিকে প্রকাশিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় ওসীযতখানার অনুবাদও একটি দৈনিকে ও মাসিক অগ্রপথিক-এ প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

আগ্রহী পাঠক মহলে এ দুখানা ওসীযত বই আকারে পৌঁছানোর প্রয়োজন ছিল। আমি ওসীযতনামা দুখানা যে মনীযীর 'রিসালা' নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং যে দুজন বিশিষ্ট সাহাবী (রা)-এর উদ্দেশ্যে এ ওসীযত, তাঁদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছি।

আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই ড. কাজী দীন মুহাম্মদকে। তিনি অনুবাদের পাণ্ডুলিপিখানা দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন এবং আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

মুবারকবাদ জানাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি যারা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে একে সুন্দর ও মনোরম করে প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। মুবারকবাদ জানাই মক্কা শরীফে অবস্থিত লাইব্রেরী 'মাকতাবাতুল হারম আল মক্কী আশ-শরীফের' পাণ্ডুলিপি বিভাগের পরিচালক মুহতারাম সৈয়দ আহমদ মুতী'উর রহমানকে যিনি এর ওসীয়াত-এর ফটো সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সহযোগিতায় এ ওসীয়াতনামা বাংলাদেশে পৌঁছল। বাংলা ভাষাভাষী এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেলেন।

আর যে মহামনীষীর 'রিসালা' নামক গ্রন্থ থেকে এ ওসীয়াত সংগ্রহ করেছি অর্থাৎ ইমাম হাফেজ আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান জালালুদ্দীন সুযুতী (র)—তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করি; "হে জগতসমূহের প্রতিপালক! আপনার হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওসীয়ায় আপনি আপনার নেক বান্দা ইমাম সুযুতীকে জান্নাতুল ফেরদৌসে আসীন করুন। আর এ ওসীয়াত-এর পাঠকবৃন্দের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।"

হামদ ও সানা বর্ণনা করছি মহামহিম আল্লাহর যিনি আমার মধ্যে অগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এর কপি সংগ্রহ করে বাংলাদেশে আনার এবং তৌফীক দিয়েছেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে পাঠক মহলে পরিবেশন করার। মুনাজাত করছি আল্লাহর দরবারে, তিনি এ ওসীয়াতের দ্বারা আমাকে এবং এর পাঠক তাঁর বান্দাগণকে যেন উপকৃত করেন এবং এর ওসীয়াত মুতাবেক আমল করে সুন্দর ও আদর্শ জীবন গড়ার তৌফীক দান করেন।

دادیم ترا بگنج مقصود نشان * گر ما نرسیدیم تو خود را برسان

দাদেম তোরা ব গন্জে মাকসুদ নিশা—গর মা নরসীদেম তু খোদরা ব রসা।
আমি আপনাকে মনযিলে মাকসুদের সন্ধান দিলাম,
আমি নিজেকে পৌঁছাতে সক্ষম না হলেও আপনি নিজেকে তথায় পৌঁছান'।

মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

নবী করীম (সা)-এর ওসীয়াত

[হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর উদ্দেশে]

www.banglayislam.blogspot.com

তহাব্বিহ রহ- (১৩) দহিক্বি ছিহ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীয়ত তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর উদ্দেশে খালিদ ইবন জাফর ইবন মুহম্মদ (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

১. 'হে আলী! মুসা (আ)-এর কাছে হারুন (আ)-এর মর্যাদা থেকে, আমার কাছেও তোমার মর্যাদা সেরূপ। তবে আমার পর আর কোন নবী নেই।'
আমি তোমাকে কিছু ওসীয়ত করি। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমি বেঁচে থাকবে সুখী ও সৌভাগ্যবান হয়ে, আর তোমার মৃত্যু হবে শহীদ অবস্থায়। কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তোমাকে পুনরুত্থান করবেন ফকীহ ও আলিম রূপে।

২. আলী! মু'মিনের আলামত তিনটি : ক. সালাত, খ. ইবাদতে রাত জাগা ও গ. দান-খয়রাত করা।

৩. আলী! মুনাফিকের আলামত তিনটি : ক. সে মানুষের সামনে সালাত আদায় করে মনোযোগী হয়ে, খ. একা সালাত আদায় করলে তখন সে অমনোযোগী হয়ে তড়িঘড়ি করে সালাত আদায় করে, গ মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করে কিন্তু নির্জনে তার প্রতিপালককে সে ভুলে যায়।

৪. আলী! যালেমের আলামত তিনটি : ক. শক্তি দিয়ে দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব করে, খ. লোকের ধন-সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেয় ও গ. খাদ্যবস্তুতে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না।

৫. আলী! হিংসুকের আলামত তিনটি : ক. সামনে চাটুকারী করে, খ. পেছনে গীবত করে ও গ. দুঃখের সময় আনন্দিত হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীয়ত তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর উদ্দেশে খালিদ ইবন জাফর ইবন মুহম্মদ (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীয়ত তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর উদ্দেশে

খালিদ ইবন জাফর ইবন মুহম্মদ (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

১. 'হে আলী! মুসা (আ)-এর কাছে হারুন (আ)-এর মর্যাদা থেকে, আমার কাছেও তোমার মর্যাদা সেরূপ। তবে আমার পর আর কোন নবী নেই।'

আমি তোমাকে কিছু ওসীয়ত করি। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমি বেঁচে থাকবে সুখী ও সৌভাগ্যবান হয়ে, আর তোমার মৃত্যু হবে শহীদ অবস্থায়। কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তোমাকে পুনরুত্থান করবেন ফকীহ ও আলিম রূপে।

২. আলী! মু'মিনের আলামত তিনটি : ক. সালাত, খ. ইবাদতে রাত জাগা ও গ. দান-খয়রাত করা।

৩. আলী! মুনাফিকের আলামত তিনটি : ক. সে মানুষের সামনে সালাত আদায় করে মনোযোগী হয়ে, খ. একা সালাত আদায় করলে তখন সে অমনোযোগী হয়ে তড়িঘড়ি করে সালাত আদায় করে, গ মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করে কিন্তু নির্জনে তার প্রতিপালককে সে ভুলে যায়।

৪. আলী! যালেমের আলামত তিনটি : ক. শক্তি দিয়ে দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব করে, খ. লোকের ধন-সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেয় ও গ. খাদ্যবস্তুতে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না।

৫. আলী! হিংসুকের আলামত তিনটি : ক. সামনে চাটুকারী করে, খ. পেছনে গীবত করে ও গ. দুঃখের সময় আনন্দিত হয়।

৬. আলী! মুনাফিকের আলামত তিনটি : ক. সে মিথ্যা বলে, খ. ওয়াদা ভঙ্গ করে ও গ. আমানতের খেয়ানত করে। আর উপদেশে তার কোন উপকার হয় না।

৭. আলী! অলসের কয়েকটি আলামত রয়েছে : ক. সে আল্লাহর ইবাদতে অলসতা করে, খ. সালাত এত বিলম্বে আদায় করে যে, তার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, গ. অপচয় ও ক্রটি করে।

৮. আলী! ভাওবাকারীর আলামত তিনটি : ক. হারাম থেকে পরহেয করা, খ. জ্ঞানানুস্থানে ধৈর্য-ধারণ ও গ. সে কখনো পাপের দিকে ফিরে যায় না, যেমন দোহানো দুধ পুনঃ বাঁটে প্রবেশ করে না।

৯. আলী! জ্ঞানী লোকের আলামত তিনটি : ক. দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা, খ. সহিষ্ণু হওয়া ও গ. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ।

১০. আলী! ধৈর্যশীলগণের আলামত তিনটি : ক. যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সে সম্পর্ক রক্ষা করে, খ. যে তাকে বঞ্চিত করে তাকে সে দান করে ও গ. যে তার প্রতি যুলুম করে সে তাকে অভিশাপ দেয় না।

১১. আলী! আহম্মকের আলামত তিনটি : ক. আল্লাহর ফরয ইবাদতে অবহেলা করা, খ. আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলা ও গ. আল্লাহর বান্দাদের ক্রটি বের করা।

১২. আলী! সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. হালাল খাওয়া, খ. জ্ঞানীদের সঙ্গে বসা ও গ. পাঁচওয়াজ সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করা।

১৩. আলী! হতভাগ্য লোকের আলামত তিনটি : ক. হারাম খাওয়া, খ. ইলুম থেকে দূরে থাকা ও গ. একা একা সালাত আদায় করা।

১৪. আলী! নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. সে আল্লাহর ইবাদতে অগ্রগামী হয়, খ. আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে বিরত থাকে ও গ. যে তার সাথে দুর্বাবহার করে সে তার সাথে সদ্বাবহার করে।

১৫. আলী! মন্দ লোকের আলামত তিনটি : ক. সে আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যায়, খ. আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেয় ও গ. যে তার উপকার করে সে তার অপকার করে।

১৬. আলী! সৎলোকের আলামত তিনটি : ক. সৎকাজের মাধ্যমে যে তার ও লোকের মধ্যকার সম্পর্ক ভাল করে, খ. পরহেযগারীর মাধ্যমে পাপ থেকে বেঁচে থাকে ও গ. নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করে।

১৭. আলী! মুস্তাকীর আলামত তিনটি : ক. সে অসৎ সঙ্গ বর্জন করে, খ. মিথ্যা বলে না ও গ. হারাম থেকে বাঁচার জন্য অনেক হালালকেও ত্যাগ করে।

১৮. আলী! ফাসিক ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. দুর্বলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা, খ. অল্পতে তুষ্ট না হওয়া ও গ. উপদেশ থেকে উপকৃত না হওয়া।

১৯. আলী! সিদ্ধিক বা সত্যবাদী ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. ইবাদত প্রকাশ না করা, খ. গোপনে সাদাকা করা ও গ. মুসীবত কারো কাছে প্রকাশ না করা।

২০. আলী! ফাসিক লোকের আলামত তিনটি : ক. ফাসাদ পছন্দ করা, খ. আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেওয়া ও গ. সৎ কাজ ও সত্য পথ থেকে দূরে থাকা।

২১. আলী! নীচ লোকের আলামত তিনটি : ক. আল্লাহর নাফরমানী করা, খ. প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া ও গ. ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃংখলতা পছন্দ করা।

২২. আলী! অপমানিত লোকের আলামত তিনটি : ক. মিথ্যার প্রাচুর্য, খ. অসত্য শপথের আধিকা ও গ. মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করা।

২৩. আলী! আবিদ ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অনুগত থাকা, খ. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রবৃত্তি দমন করা ও গ. আল্লাহর সামনে ইবাদতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো।

২৪. আলী! নিষ্ঠাবানগণের আলামত তিনটি : ক. সম্পদ অপছন্দ করা, খ. প্রশংসা অপছন্দ করা ও গ. হারামকে অপছন্দ করা।

২৫. আলী! জ্ঞানী ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. সত্য কথা বলা, খ. হারাম থেকে পরহেয করা ও গ. লোকের সামনে বিনয়ী হওয়া।

২৬. আলী! দানশীল ব্যক্তির আলামত তিনটি : ক. ক্ষমতাবান হয়েও ক্ষমা করা, খ. যাকাত দেওয়া ও গ. সাদাকা দেওয়া ভালবাসা।

২৭. আলী! কৃপণের আলামত তিনটি : ক. কবরকে ভয় করা, খ. ভিক্ষুককে ভয় পাওয়া ও গ. যাকাত না দেওয়া।

২৮. আলী! ধৈর্যশীলদের আলামত তিনটি : ক. আল্লাহর ইবাদতে ধৈর্যধারণ, খ. আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকার ধৈর্য ও গ. আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্যধারণ।

২৯. আলী! ফাসিক লোকের আলামত তিনটি : ক. আল্লাহর কৌশল ও আযাব থেকে নিশ্চিন্ত থাকা, খ. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ও গ. আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে ভয় পাওয়া।

৩০. আলী! কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে জান্নাতের দিকে যেতে নির্দেশ দিবেন। তারা জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছার পর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। যখন সব দিক থেকে জাহান্নামের আগুন তাদের ঘিরে ফেলবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জান্নাত দর্শনের পূর্বেই যদি জাহান্নামে প্রবেশ করাতেন! তখন মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের বেলায় এরূপই করতে ইচ্ছা করেছি। কারণ, তোমরা জীবন কাটিয়েছ হারামের মধ্যে, মরেছ পাপাবস্থায়, আমার বিরোধিতা করেছ কবীরী গুনাহ করে।

৩১. আলী! যে মুসলিমের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হয়, তাকে তুমি সালাম করবে। এতে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য বিশটি নেকি লেখবেন, যখন তুমি দান করবে তখন তোমার কাছে যা আছে তন্মধ্য হতে যা উত্তম তা দান করবে। কারণ, তোমার হায়াতে যা দান করবে, তা তোমার জন্য তোমার মৃত্যুর পর দান করা থেকে অধিক উপকারী হবে।

৩২. আলী! দস্ত করবে না, আল্লাহ দাস্তিকদের পছন্দ করেন না। তোমার হৃদয়ে যেন ব্যথা থাকে কারণ, যার হৃদয় ব্যথিত তাকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

৩৩. আলী! দান করে যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে যেন বমি করে পুনরায় তা গলাধকরণ করে।

৩৪. আলী! কেউ যেন দান করে তা ফিরিয়ে না নেয়, তবে পিতা-মাতা সন্তানকে যে দান করেন তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

৩৫. আলী! তুমি প্রফুল্ল থাকবে, আর মুখ কালা করে থেকে না।

৩৬. আলী! তুমি আল্লাহরই সন্তুটির জন্য কাজ করবে, যখন তুমি ব্যয় করবে তখন আল্লাহরই জন্য ব্যয় করবে। কেননা দীনের কাজে লোক-দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করা এমন, যেমন সশ্বিত লাকড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা।

৩৭. আলী! তুমি খালেছ আল্লাহরই জন্য আমল করবে। কারণ, আল্লাহর সন্তুটির জন্য যে আমল করা হয় আল্লাহ সে আমলই পছন্দ করেন, আমার উম্মতের উপর দীনের কাজে লোক-দেখানো ভাবটি (রিয়া) অন্ধকার রাতে মসৃণ পাথরের উপর পিঁপড়ার বিচরণের চাইতেও সূক্ষ্ম ও গোপনীয়। রিয়া হলো ছোট কুফরী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, “কাজেই যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।”

৩৮. আলী! প্রতিটি নতুন দিন বলে থাকে যে, হে বনী আদম! আমি নতুন দিন, আমি তোমার প্রতি সাক্ষী। তাই তোমার কথা ও আমলের প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখো। রাতও অনুরূপ বলে। তাই তুমি দিনে ও রাতে সৎকাজ করবে।

৩৯. আলী! কারো মধ্যে কোন দোষ থাকলেও তুমি কখনো কারো গীবত করবে না। কেননা, সব গোশতেই রক্ত থাকে। গীবতের কাফফারা হলো—যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৪০. আলী! যদি তোমাকে আল্লাহ তা'আলা চারটি গুণ দিয়ে সম্মানিত করেন তবে দুনিয়ার অন্য কিছু না পেলেও এর জন্য তোমার আক্ষেপ করার কিছুই নেই। সে চারটি গুণ হলো : ক. সত্য কথা বলা, খ. আমানত রক্ষা করা, গ. নিজে অভাব ও কার্পণ্য মুক্ত হওয়া ও ঘ. হারাম থেকে উদর রক্ষা করা।

৪১. আলী! আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি হালাল রিয়ক অনুসন্ধান করবে, কারণ হালাল রিয়কের অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয।

৪২. আলী! তুমি মৃতদের সাথে বসো না, কারণ, তারা মৃতদেরই স্বরণ করে। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৃত কারা? তিনি বললেন, ধনবানরা। আর দুনিয়াদার যারা দুনিয়া সঞ্চয়ের প্রতি এমন ঝুঁকে পড়ে যেমন ঝুঁকে পড়ে কোন মাতা তার সন্তানের দিকে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৪৩. আলী! প্রতিবেশীর সাথে সদ্‌ব্যবহার করবে সে কাফের হলেও, মেহমানের সাথে সৌজন্যচরণ করবে যদিও সে কাফের হয়। পিতামাতার অনুগত থাকবে তারা কাফের হলেও, ভিক্ষুককে বঞ্চিত করবে না যদিও সে কাফের হয়।

৪৪. আলী! সব চাইতে বড় চোর সে যার থেকে শয়তান চুরির অংশ নেয়। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি রূপে? তিনি বললেন, কেউ যদি মাপে কম দেয়, তা এক মুষ্টি বা এক অঞ্জলি হলেও, তার সহচর শয়তান তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। এভাবেই শয়তানরা ওদের রিয়ক সংগ্রহ করে। আর যে কেউ সফর করে হারামের সন্ধানে, শয়তান তার সফরসঙ্গী ও সহযোগী হয়। সে সওয়ার হলে শয়তানও তার সাথে সওয়ার হয়। আর কেউ হারাম রিয়ক সঞ্চয় করলে শয়তান তা থেকে অংশ নেয়। আর কেউ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের সময় বিসমিত্তাহ্ না পড়লে, শয়তান তার সন্তানে শরীক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ

তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে ওদের আক্রমণ কর এবং ওদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও। (১৭ : ৬৪)

৪৫. আলী! যে হালাল রিয়ক আহাির করলো সে তাঁর দীন স্বচ্ছ রাখলো, তার হৃদয় থাকে কোমল, আল্লাহর ভয়ে চক্ষু থাকে অশ্রুসজল এবং সে ব্যক্তির দু'আ কবুল হওয়াতে কোন বাধা থাকে না।

৪৬. আলী! যে সন্দেহ যুক্ত খাদ্য আহাির করলো, তার দীনদারী সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল এবং তার অন্তর হয়ে গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

৪৭. আলী! যে হারাম খায় তার হৃদয় মরে যায়, তার দীনে ক্রটি পয়দা হয়, তার অন্তর হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়, তার দু'আ কবুলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং কমে যায় তার ইবাদত।

৪৮. আলী! আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দার উপর অসন্তুষ্টি হন, তাকে হারাম রিয়ক দেওয়া হয়, যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টি আরো বেড়ে যায় তখন তার সাথে শয়তানকেও শরীক করে দেওয়া হয়, সে তাকে দুনিয়ার কাজে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, সরিয়ে রাখে তাকে দীনের কাজ থেকে। শয়তান তাকে পাপ কাজে মগণ্ডল রাখার জন্য বলে, আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

৪৯. আলী! আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসলে তখন তার দু'আ কবুল করতে বিলম্ব করেন। ফিরিশতাগণ তার জন্য সুপারিশ করে বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনার এ বান্দার দু'আ কবুল করে নিন। মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাকে আমার দয়ার উপর ছেড়ে দাও। তোমরা আমার চাইতে আমার বান্দার প্রতি অধিক দয়ালু নও। আমার বান্দার দু'আ ও কান্নাকাটি আমার ভাললাগে, আমি সম্যক জ্ঞাত ও অবহিত।

৫০. আলী! যে লোকদের সত্য পথের দিকে আহ্বান করে এবং লোকেরা তার অনুসরণ করে, তখন সেও অনুসরণকারীদের আমলের সওয়াব পাবে অথচ অনুসরণকারীদের আমলের সওয়াবে কোন কমতি করা হবে না।

৫১. আলী! কেউ মানুষকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজের দিকে আহ্বান করলে এবং তার কথায় সাড়া দিয়ে কেউ হারাম কাজ করলে সে পাপের অংশ আহ্বায়কও বহন করবে অথচ তার আহ্বানে যারা পাপ করেছে ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না।

৫২. আলী! পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত আল্লাহ কোন সালাত কবুল করেন না, আর কোন হারাম মাল থেকে সাদাকা করা হলে আল্লাহ তা কখনো কবুল করেন না।

৫৩. আলী! হারাম থেকে উদর পরিত্র না রাখলে এবং উপার্জন হালাল না হলে কারো তওবা কবুল করা হয় না।

৫৪. আলী! মৃত ব্যক্তিদের জন্য দান করবে, কারণ, আল্লাহ তা'আলা জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিদের কাছে দান-খয়রাতের সওয়াব পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক কিরিশতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তারা যখন দান-খয়রাতের সওয়াব বহন করে মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে নিয়ে যান, তখন তারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। এর পর তারা দুয়ীতে যে ধন-সম্পদ রেখে এসেছেন সে সবেবের কথা স্বরণ করে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হন। তারা বলেন, ইয়া আল্লাহ! যারা আমাদের জন্য দান করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিন। যেমন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আপনি আমাদেরকে। আমরা অনুতপ্ত যে সম্পদ রেখে এসেছি সে সবেবের জন্য।

৫৫. আলী! তুমি আল্লাহর কাছ থেকে যা পাও, তাতে তুষ্ট থাক। কেননা, অভাবের চাইতে তিজ্ঞ আর কিছু নেই।

৫৬. আলী! লজ্জাই দীন। লজ্জা হলো—মাথা ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছুর হিফায়ত করা, উদর এবং উদরে যা সঞ্চিত হয় সে সবেবের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ইবাদতের মূল হলো, আল্লাহর যিকরে রত থাকা, অন্য বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন।

৫৭. আলী! ছয়টি জিনিস শয়তানের প্রভাব প্রসূত : ক. হাই তোলা, খ. বমি করা, গ. পেট থেকে মুখের দিকে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়ের উদ্গীরণ, ঘ. নাক দিয়ে রক্ত ঝরা, ঙ. প্রথম বারের হাঁচি ব্যতীত অপর সকল হাঁচি, চ. তন্দ্রা।

৫৮. আলী! তুমি রাতে সালাত আদায় করবে বকরী দোহন করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় পরিমাণ হলেও। কারণ, রাতে দু'রাকাআত সালাত আদায় করা উত্তম, দিনে মসজিদে গিয়ে হাজার রাকাআত সালাত আদায় করার চাইতে। যারা দিনে সালাত আদায় করে তাদের চাইতে রাতে যারা সালাত আদায় করে তাদের চেহারা হয় অতি রৌশন।

৫৯. আলী! যারা তাওবা করে তাদের জন্য বেশি বেশি এস্তেগফার পড়া মজবুত দুর্গস্বরূপ।

৬০. আলী! অপরাধী কোন দু'আ করলে আর আল্লাহ জানেন যে, এ দু'আ কবুল করা হলে এতে রয়েছে এদের অনিবার্য ধবংস, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণকে বলেন, এ ব্যক্তি যা চায় তাকে তা দিয়ে দাও, এতেই নিহিত রয়েছে

তার ধবংস। তোমরা তার আওয়াজ যাতে আমার কাছে না পৌঁছে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

৬১. আলী! যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কোন বিপদে পড়লে ধৈর্য ধারণ করে, পাপ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

৬২. আলী! অধিক নিদ্রা অন্তরকে মূর্দা করে ফেলে এবং বিস্মৃতির জন্ম দেয়, আর অন্তর মরে যায় অতিরিক্ত হাসিতেও। পাপ হৃদয়কে কঠিন করে দেয় এবং অধিক নিদ্রার জন্ম দেয়।

৬৩. আলী! তোমার প্রয়োজনে কারো কাছ থেকে চাইতে হলে দীপ্তমান চেহারার অধিকারী লোকের কাছে চাইবে। কারণ, এরূপ ব্যক্তির হৃদয় হয় উদার। আর তুমি চাইবে লজ্জাশীল লোকের কাছে। কারণ যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে লজ্জাশূণ্যের মধ্যে।

৬৪. আলী! যে ব্যক্তি ইজ্জত-সম্মান ও প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে দুনিয়া উপার্জন করে, সে পুলসিরাতে বিদ্যুতের গতিতে অতিক্রম করবে। আর আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ সম্বলিত উদ্দেশ্যে দুনিয়া উপার্জন করে, সে আল্লাহর কাছে যখন যাবে তখন আল্লাহ তার প্রতি নারায থাকবেন।

৬৫. আলী! যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হালাল উপার্জন থেকে আহ্বান করাবে, আল্লাহ তার জন্য দশলাখ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং অনুরূপ পাপ মোচন করবেন।

৬৬. আলী! আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা ফায়সালা করেন। যে এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

৬৭. আলী! তুমি সালাতে তাকবীর বলার সময় তোমার আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখবে এবং তোমার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। আর যখন তুমি রুকুতে যাবে তখন তোমার উভয় হাত হাঁটুর উপর স্থাপন করবে। আর আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ফাঁক রাখবে। আর সিজদা করার সময় তোমার উভয় হাত কাঁধ বরাবর রাখবে, তখন অঙ্গুলী মিলিয়ে রাখবে। তাকবীর বলার সময় তোমার ডান হাত বাঁ হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে। আমি আসমানের ফেরেশতাগণকে এভাবে হাত রাখতে দেখেছি, এতে রয়েছে আল্লাহর প্রতি বিনয়।

৬৮. আলী! তোমার মু'মিন ভাই-এর প্রয়োজন দ্রুত পূরণ কর। কারণ, এতে আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রয়োজন দ্রুত পূরণ করবেন।

৬৯. আলী! তোমার কাছে কেউ প্রয়োজন নিয়ে উপস্থিত হলে, তুমি মনে করবে যে, এর আগমন তোমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত। আল্লাহ তা'আলা হয়তো তোমার গোনাহ মাফ করার ও প্রয়োজন পূরণ করার ইচ্ছা করেছেন।

৭০. আলী! তোমার কাছে মেহমান এলে তুমি তাকে সম্মান করবে। কেননা, কারো কাছে মেহমান এলে তার রিয়কও সে সঙ্গে নিয়ে আসে। আর যখন তিনি চলে যান, তখন তার সাথে মেযবানের পরিজনদের গোনাহও বহন করে নিয়ে যান এবং তা নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

৭১. আলী! ধন-সম্পদে তুমি তোমার নীচের স্তরের লোকের দিকে লক্ষ্য করবে। আর ইবাদত ও পরহেয়গারীতে লক্ষ্য করবে তোমার চাইতে উপরের স্তরের লোকের দিকে। এতে তোমার ইয়াকীন ও ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

৭২. আলী! তুমি মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকবে। কারণ এতে পণ্য বিক্রয় হয় কিন্তু রিয়কের বরকত কমে যায়।

৭৩. আলী! তুমি নিপীড়িতের দু'আকে ভয় করবে। কেননা, আল্লাহ নিপীড়িতের দু'আ কবুল করেন, সে কাফের হলেও।

৭৪. আলী! আল্লাহর ভয়ে যার হৃদয় বিগলিত হয় না, তার কোন দীন নেই। আর যে পাপ থেকে বিরত থাকে না, তার জ্ঞান নেই। যার জ্ঞান নেই, তার ইবাদতও নেই। যার পরহেয়গারী নেই, তার ইলম নেই। যার সত্যবাদিতা নেই, তার সৌজন্যবোধও নেই। যার পর্দাদারী নেই, তার আমানতদারীও নেই। যার তাওফীক নেই, তার তাওবাও নেই। যার লজ্জা নেই, তার বদান্যতাও নেই।

৭৫. আলী! দিনের প্রারম্ভে ও শেষে ঘুমাবে না। আর ঘুমাবে না উপড় হয়ে, আর ঘুমাবে না মাগরিব ও এশার সালাতের পূর্বেও। আর অন্ধকার গৃহেও ঘুমাবে না এবং কিছু রৌদ্র ও কিছু ছায়াতেও ঘুমাবে না। গৃহদ্বারের চৌকাঠকে তকিয়ার মত ব্যবহার করবে না। চৌকাঠের উপর বসবে না, বাম হাতে পানাহার করবে না। বসাবস্থায় হাত চিবুকের নিচে স্থাপন করবে না। কোন কিছু দিয়ে দাঁত ঠুকরাবে না। কাস্তের উপর আহার করবে না। পাত্রের উল্টো পিঠে আহার করবে না। ডান পায়ের পূর্বে বাম পায়ে জুতো পরিধান করবে না। আর জুতো খোলার সময় বাম পায়ের আগে ডান পায়ের জুতো খোলবে না। রুটি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আহার করবে না, মাটি খেওনা। রাতে আয়না দেখবে না। সালাতের সময় পানির দিকে তাকাবে না। পেশাবের উপর থুথু ফেলবে না। গোবর, বিষ্ঠা, কয়লা ও হাড় দিয়ে কুলুখ নিবে না। কামীছ উল্টো পরিধান করবে না। চাঁদ ও সূর্যের মুখোমুখি তোমার লজ্জাস্থান খোলবে না। দাঁত দিয়ে নখ কাটবে না। হাতে খাদ্যদ্রব্যের চর্বি রেখে ঘুমাবে না। এমন দু'পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলবে না যে দু'পাহাড়ে ফটল সৃষ্টি হয়েছে। গরম খাদ্যদ্রব্যে এবং গরম পানিতে ফুক দিবে না। সিজদার স্থানেও ফুক দিবে না। তুমি অন্য কোন লোকের লজ্জাস্থান দেখবে না, অন্য কোন লোকও তোমার লজ্জাস্থান দেখবে না। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কথা বলবে না। তোমা থেকে যা বের হয় (অর্থাৎ মলমূত্র) সে দিকে তাকাবে না। অপ্রয়োজনে লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না। পিছনের দিকে বারবার ফিরে তাকাবে না। বন্ধুকে কষ্ট দিবে না। প্রতিবেশীকে দুঃখ

দিবে না। তোমার সঙ্গে যারা উঠাবসা করে তাদের গীবত করবে না। দ্রুত চলবে না। সাথীর সঙ্গে তর্ক করবে না, প্রশংসা করলে সংক্ষিপ্ত করবে এবং নিন্দা করলেও সংক্ষিপ্ত করবে। হাই তোলার সময় মুখে হাত দিবে। খাদ্যদ্রব্যের স্রাণ শুকবে না। হারামের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে। তোমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হলে, তুমি তা বুঝতে চেষ্টা করবে। যদি তোমাকে কেউ গোশতবিহীন পায়ার (খালি হাড়ি) আমন্ত্রণ জানায় তাও তুমি কবুল করবে। অন্ধকারে আহার করবে না, খাওয়ার সময় বড় বড় লোকমায় আহার করবে না। উদরপূর্তি করে আহার করবে না।

জীবিকার ফিকির নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে না। দুশমনের পিছে লেগে না। তোমার গুণভেদ প্রকাশ করবে না। অতিরিক্ত কথা বলবে না। বস্ত্র পরিধান করে গর্ব করবে না। আমানত ফেরত দিবে। মেহমানের সাথে সৌজন্যাচরণ করবে। প্রতিবেশীর হেফায়ত করবে। মুসীবতে ধৈর্যধারণ করবে। ভাল কাজে ব্যয় করবে। কাশ নাজাত পাবে দুই শ্রেণীর লোকঃ দানশীল ধনী ও প্রফুল্লচিত্ত ফকীর।

৭৬. আলী! তুমি হবে আলিম অথবা শিক্ষার্থী অথবা শ্রোতা অথবা আমল করনেওয়াল। চতুর্থজন হলে তুমি হালাক হয়ে যাবে। আলী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চতুর্থজন কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে নিজে ইলম রাখে না এবং কারো কাছ থেকে শিক্ষাও করে না। আলিমগণের কাছে গিয়ে শরীআতের আহকামের যৌজ-খবর নেয় না। অজ্ঞদের মত কাজ করে। নিশ্চয় সে ধ্বংসপ্রাপ্ত, নিশ্চয় সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৭৭. আলী! সে বন্ধু বড়ই মন্দ, যে তোমাকে কষ্টে ফেলে এবং তোমার গোপন ভেদ প্রকাশ করে দেয়।

সে বন্ধুও মন্দ, যে বন্ধুর প্রতি হিংসা পোষণ করে। তুমি এমন খাদেম পছন্দ করবে না, যে তোমার দোষ প্রকাশ করে, আর এমন স্ত্রীও পছন্দ করবে না, যে তালাক চায়। আর এমন প্রতিবেশীর উপরও সন্তুষ্ট থাকবে না, যে তোমার ভাল কাজ গোপন করে এবং ক্রটি প্রচার করে।

৭৮. আলী! ওয়ূ পূর্ণরূপে করবে। কারণ, এ হলো ঈমানের অর্ধেক। ওয়ূতে পানির অপচয় করবে না।

৭৯. আলী! ওয়ূ সমাপ্ত করার পর উভয় পা ধুয়ে একবার সূরা 'ইন্নাআনযাল নাহ্ ফিলাইলাতিল- কাদর' পাঠ করবে। তা করলে তোমার জন্য পঞ্চাশ বছরের সওয়াব লেখা হবে।

৮০. আলী! ওয়ূ সমাপ্ত করার পর উভয় পা ধুয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রতি দশবার দরুদ পড়বে। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পেরেশানী দূর করে দিবেন। আর তোমার দু'আ তিনি কবুল করবেন।

৮১. আলী! ওয়ূ সমাপ্ত করার পর নতুন করে পানি নিয়ে তোমার উভয় হাত দিয়ে মাথা ও গর্দান মসেহ করবে এবং এ দু'আ পাঠ করবেঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ

ইয়া আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আপনি এক, আপনার কোন শরীক নেই, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।

তারপর যমীনের দিকে তাকাবে এবং পাঠ করবে :

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আপনার বান্দা এবং রাসূল।

যে ব্যক্তি এ আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সগীরাহ কবীরাহ সব গুনাহ মার্ফ করে দিবেন।

৮২. আলী! সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পর যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার মহান আল্লাহর যিক্র করবে, তার গুনাহ আসমানের নক্ষত্রাজির সমসংখ্যক হলেও, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করবেন।

৮৩. আলী! তুমি ফজরের সালাত আদায়ের পর সে স্থানে বসে থাকবে সূর্যোদয় পর্যন্ত। ফজরের সালাতের পর যে ব্যক্তি নিজ স্থানে বসে থাকে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক হজ্জ ও এক উমরার, একটি দাস আযাদ করার এবং আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার দীনার সাদকা করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।

৮৪. আলী! তুমি সফরে থাক বা আবাসে 'সালাতুয় যোহা' অবশ্যই আদায় করবে। কেননা, কিয়ামত দিবসে জান্নাতের উঁচু স্থান থেকে একজন ঘোষক এমর্মে ঘোষণা প্রচার করবেন যে, যারা 'সালাতুয় যোহা' আদায় করতেন তাঁরা কোথায় ?

৮৫. আলী! তুমি অবশ্যই জামাআতে সালাত আদায় করবে। কেননা, জামাআতে সালাত আদায় করতে যাওয়া আল্লাহর কাছে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে গমন করার ন্যায়।

৮৬. আলী! যে মু'মিনকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন, সে জামাআতে সালাত আদায় করতে চেষ্টা করেন। আর জামাআতে সালাত আদায় করা থেকে সেই দূরে থাকে, যে মুনাফিক এবং আল্লাহ যাকে অপছন্দ করেন।

৮৭. আলী! জামাআতে সালাত আদায় করা আল্লাহর কাছে দ্বিতীয় আসমানে ফেরেশতাগণের সালাত আদায় করার সমতুল্য। তুমি প্রথম কাতারে শামিল থাকতে চেষ্টা করবে।

৮৮. আলী! যে ব্যক্তি তাহরাত (পবিত্রতা অর্জন) বিনষ্ট করে, আল্লাহ তার দীন

বিনষ্ট করে দেন, আর যে তার সালাত নষ্ট করে এবং তড়িঘড়ি সালাত আদায় করে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের শেষ স্তরে নিক্ষেপ করবেন।

৮৯. আলী! জুমআর সালাতের জন্য যে গোসল করবে, তার এক জুমআ থেকে আর এক জুমআ পর্যন্ত গুনাহ আল্লাহ মার্ফ করে দেবেন। আর আল্লাহ রোশনী করে দেবেন তার কবরকে এবং তার মীযানকে ভারী করে দেবেন।

৯০. আলী! আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় বান্দা হলো, যে সিজদা করে সে বান্দা। যে পাঠ করে সিজদার পর—

رَبِّ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

৯১. আলী! মদ্যপের সাথে বন্ধুত্ব করো না, কারণ, সে অভিশপ্ত। আর যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তার সাথে মেলামেশা করবে না, কারণ, তাকে আসমানে আল্লাহর দূশমন বলে ডাকা হয়। আর সুদখোরের সাথেও সম্পর্ক রাখবে না — কারণ, সে হলো আল্লাহর প্রতিপক্ষ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنَبُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

যদি তোমরা (তা না করে অর্থাৎ সুদ) না ছাড়, তবে জেনে রাখো যে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ; (২ : ১৭৯)।

৯২. আলী! যে রমযানের সওম পালন করে এবং হারাম থেকে পরহেয করে, দয়াল আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। আর তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

৯৩. আলী! যে ব্যক্তি রমযানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সওম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সারা বছরের সওম পালন করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।

৯৪. আলী! যে স্থানে মুসল্লিগণ সালাত আদায়ে রত তুমি সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কিরআত ও দু'আ পাঠ করবে না। কারণ, এতে তাদের সালাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

৯৫. আলী! যখন সালাতের সময় হয় তখনই তুমি সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে। সতর্ক থাকবে, যেন শয়তান তোমাকে সালাত থেকে ফিরিয়ে না রাখে।

৯৬. আলী! জীবরাইল (আ) আকাঙ্ক্ষা করলেন—যেন বনী আদমের মধ্যে সাতটি গুণ থাকে। ক. জুমআর সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করা, খ. উলামাগণের মজলিসে বসা, গ. পীড়িত লোকের খোঁজ-খবর নেওয়া, ঘ. জানাযার সাথে যাওয়া, ঙ. পানি পান করানো, চ. বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে আপস-মীমাংসা করা, ছ. ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতি দেখান। আলী! তুমি এ গুণাবলীর প্রতি আগ্রহী হও।

৯৭. আলী! যে ব্যক্তি কোন মজুরকে কাজে লাগিয়ে তার পারিশ্রমিক পুরাপুরি আদায় করে না, আল্লাহ তার আমল বরবাদ করে দেবেন। আর আমি হব তার পক্ষে বাদী।

৯৮. আলী! ইয়াতীম কাঁদলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে, তখন আল্লাহ বলেন, জীবরাইল! ইয়াতীমকে যে কাঁদায়, তুমি তার জন্য জাহান্নামকে প্রশস্ত কর। আর যে ইয়াতীমের মুখে হাসি ফুটায়, তুমি তার জন্য জান্নাতকে প্রশস্ত কর।

৯৯. আলী! মানুষের মধ্যে জিহ্বার চাইতে উত্তম অঙ্গ আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি, জিহ্বার কারণেই মানুষ জান্নাতে যাবে। আর জিহ্বার কারণেই মানুষ যাবে জাহান্নামে। তাই তুমি জিহ্বাকে বন্দী করে রাখবে। কারণ সে হলো আক্রমণকারী কুকুরের মত।

১০০. আলী! তুমি আইয়ামে বীয-এর সওম পালন করবে প্রতি মাসে তিন দিন। তের, চৌদ্দ ও পনেরই। যে তা পালন করবে সে যেন সারা বছর সওম পালন করল।

আর এ সওম পালনকারীর মুখমণ্ডল হয় উজ্জ্বল।

১০১. আলী!

أَسْتَغْفِرُ لِيْ وَلِوَالِدَيَّْ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ .

ইয়া আল্লাহ! আমি আমার জন্য, আমার পিতামাতা, মু'মিন নারী-পুরুষ, মুসলিম নারী-পুরুষ এবং জীবিত ও মৃত সবার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ বার এরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ওলী বান্নাগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আলী! আকাশের সব ফেরেশতা তার জন্য দশলাখ বার ইস্তেগফার করবেন।

১০২. আলী!

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَمِنَّمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুতে বরকত দিন এবং মৃত্যুর পরের জীবনেও বরকত দিন!

যে ব্যক্তি এ দু'আটি প্রত্যহ একশবার পড়বে, পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা তাকে যা যা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন, সে সবার কোন হিসাব তার থেকে নিবেন না।

১০৩. আলী! সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আল্লাহ আকবার একশবার পড়বে, আল্লাহ তার জন্য একশত আবেদন ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের একশত ব্যক্তির সওয়াব লিখবেন।

১০৪. আলী!

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ ، يَبْقَى رَبَّنَا وَيَقْنَى كُلُّ أَحَدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

আল্লাহরই জন্য হাম্দ সব কিছুর পূর্বে, আল্লাহরই জন্য হাম্দ সব কিছুর পরে, আমাদের প্রতিপালক স্থায়ী থাকবেন আর সব ফানা হয়ে যাবে। সব অবস্থাতে আল্লাহরই হাম্দ বা প্রশংসা।

যে ব্যক্তি এ দু'আ প্রত্যহ দশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এমন কি সে যদি কবীরা গুনাহকারীদের অন্তর্ভুক্তও হয়।

১০৫. আলী! যে কেউ চল্লিশ দিন যাবত প্রত্যুষে আলিমগণের মজলিসে না বসে তবে তার হৃদয় মরে যায়, সে হয়ে যায় কঠিন হৃদয়ের লোক—সে হত্যাও করতে পারে, পারে ব্যভিচার করতে এবং সে চুরির অপরাধও করতে পারে।

১০৬. আলী! আলিমের দুই রাকাআত সালাত জাহিলের দুই শত রাকাআত থেকে উত্তম।

১০৭. আলী! ইল্মবিহীন আবেদের উদাহরণ হলো নিমক বিতরণকারীর ন্যায্য, অথবা সাগরের পানি পরিমাপকারীর মত। হ্রাস-বৃদ্ধির কোন খবর সে রাখে না।

১০৮. আলী! তুমি ইল্ম হাসিল করবে তা চীন দেশে হলেও। কেননা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

১০৯. আলী! সালাম প্রচার করবে। আর রাতে সালাত আদায় করবে যখন লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। তুমি তা করলে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ তোমার দিকে সত্তরবার তাকাবেন আর যার দিকে আল্লাহ তাকান তাকে জাহান্নামের শাস্তি তিনি দেবেন না।

১১০. আলী! প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে সে কাফির হলেও। কারণ, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর প্রতি হিংসা পোষণ করে আল্লাহ তার রিয়ক কমিয়ে দেন, তার আয়ু ব্যয় হয় অসত্যের পথে।

১১১. আলী! হিংসা করবে না, হিংসা জাহান্নামে নিয়ে যায়।

১১২. আলী! গীবত থেকে দূরে থাকবে। কারণ, গীবত শারাব পান করার চাইতেও নিকৃষ্ট।

১১৩. আলী! মুসলিমগণের গোপনীয় বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দিও না, কারণ যে এরূপ করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর থেকে আখিরাতের ভয় এবং তার হৃদয় ও সিনা থেকে বিশ্বাস বের করে নেন। আর হৃদয়-মন দৃষ্টিতা, অভাব-অনটন-এর ফিকির ও দুঃখ দিয়ে পূর্ণ করে দেন।

১১৪. আলী! তুমি নিজেকে মিথ্যা থেকে দূরে রাখবে, কেননা, এ হলো মুনাফিকদের চরিত্র।

১১৫. আলী! চোগলখুরী থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন এসব ব্যক্তির উপর : কৃপণ, রিয়াকারী, চোগলখোর, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান, যে যাকাত দেয় না ও এতে বাধা সৃষ্টি করে, সুদখোর, হারামখোর, জুয়ারী, কৃত্রিম কেশ সংযোগকারিণী, পণ্ডর সাথে যে সঙ্গম করে এবং যে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়।

১১৬. আলী! যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে পাপ কাজে বাধা দেয় না, সেও প্রতিবেশীর পাপ কাজে শরীক বলে গণ্য হবে।

১১৭. আলী! যে তার পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দেয় না এবং তাদের হারাম খেতে নিষেধ করে না, তাকে সবার গুনাহের দায়িত্ব বহন করতে হবে।

১১৮. আলী! ব্যয়বৃদ্ধগণের সম্মান করবে, শিশুদের স্নেহ করবে। মুসাফিরের জন্য তুমি হবে দরদী ভাই-এর ন্যায়, বিধবাদের জন্য হবে ভালবাসাপূর্ণ স্বামীর ন্যায়, এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য লিখবেন : তোমার প্রতি নিঃস্বাসে একশত নেকী, প্রতিটি নেকীর बदলায় জান্নাতে একটি করে প্রাসাদ।

১১৯. আলী! মিসকিনদের সাথে বসবে, কেননা যে ব্যক্তি ধনবানকে সম্মান করে এবং গরীবকে তুচ্ছ মনে করে, উর্ধ্বজগতে তাকে আল্লাহর শত্রু বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১২০. আলী! আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তুমি আমার মেহমানের সম্মান করবে যেমন তোমার মেহমানকে সম্মান করে থাকো।

ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার মেহমান কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমার মেহমান সে যে লোকের কাছে নগণ্য।

১২১. আলী! তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর স্মরণ থেকে বঞ্চিত থাকে : ক. যারা অকারণে হাসে, খ. রাত জেগে ইবাদত না করে ঘুমায়, গ. যারা উদর পূর্তি করে আহার করে।

১২২. আলী! তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে : ক. যারা উদর পূর্তি করে আহার করে অথচ তারা জানে যে, তাদের প্রতিবেশী অনাহারে রয়েছে, খ. যারা গোলামের প্রতি অত্যাচার করে ও গ. যারা আপন বন্ধুর হাদিয়া (উপহার) প্রত্যাখ্যান করে।

১২৩. আলী! তুমি খোশামোদী হবে না এবং খোশামোদীর সাথে বসবেও না। কৃপণ হবে না এবং কৃপণের সাথে সংশ্রবও রাখবে না।

১২৪. আলী! তুমি দান করবে, দুনিয়াতে অল্পে তুষ্ট থাকবে, কেননা, যে এরূপ করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার হাশর করবে নবীগণ (সা)-এর সঙ্গে।

১২৫. আলী! অন্ততপক্ষে মাসে একবার তোমার নখ কাটবে, কারণ, নখ বেড়ে গেলে এর নিচে শয়তান আশ্রয় নেয়।

নবী করীম (সা)-এর ওসীয়াত

[হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশে]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহম্মদ ইব্ন 'আতিয়া (র) মুগীরা ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একবার হযরত হাসান বসরী (র)-এর মজলিসে ছিলাম। এ সময় খোরাসানের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এলেন। হযরত হাসান বসরী (র) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? সে লোক বলল, আমি শীরায নগরীর অধিবাসী। এসেছি ইল্ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে। শুনেছি আপনি ইরাকের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। ইরাকীদের শায়খ, আর আপনার কাছে দীন-দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞান ভাগর আছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন আপনি আমার জন্য দীন-দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞান খোরাসানের দুই পাতা একত্র করে দেন।

হযরত হাসান বসরী (র) বললেন, তুমি দীন সম্পর্কীয় ইল্ম কামনা করছ। সে বিষয়ে আমার কাছে যা আছে তা হলো :

নবী করীম (সা)-এর ওসীযত

আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশ্যে

এরপর হযরত হাসান বসরী (র) একটি কিতাব বের করলেন এবং তা তাকে লিখিয়ে দিলেন। ওসীযতের শুরুতে যা ছিল তা হলো :

সালেমা ইব্ন হীম মকানে শামী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আবু কুওয়াহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে আরয করলাম, 'আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছি—তার প্রথম তৃতীয়াংশে আমি ঘুমাই, দ্বিতীয়াংশে আমি যা আপনার কাছ থেকে শুনি সে সবেব আলোচনা ও অধ্যয়ন করি। শেষ তৃতীয়াংশে সালাত আদায় করি। আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আপনার কাছ থেকে শোনা হাদীসসমূহের কিছু কিছু হাদীস আমি ভুলে না বসি। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমার জুব্বা বিছিয়ে দাও, আমি তার উপর বসি, তারপর তোমাকে আমি কিছু ওসীযত করব যাতে দীন-দুনিয়া ও আখিরাতের ইল্ম তোমাকে শিক্ষা দেব। এরপর তুমি তোমার জুব্বা পরিধান করে নিবে যাতে তোমার পিঠ ঢেকে যায়। এতে সে ইল্ম তোমার অন্তরে প্রবেশ করবে। আবু হুরায়রা! এরপর তুমি সে সব ইল্ম আর কখনো ভুলবে না।

এরপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য বিশেষ একটি দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'আল্লাহ্মা হাবিব্ব আনা হুরাইরাতা ইলাল্-মুমিনীনা

ওয়া বাগ্‌গিয়হ্ ইলাল্-মুনাফিকীন। 'হে আল্লাহ্! আবু হুরায়রাহকে মুমিনগণের কাছে প্রিয় করে দিন এবং মুনাফিকদের কাছে অপ্রিয় করুন।' তারপর নবী করীম (সা) বললেন :

১. আবু হুরায়রা! তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে এলে তখন ডানপাশে শয়ন করবে এবং বলবে 'বিসমিল্লাহ্, ওয়াল হামদু লিল্লাহ্'। (আল্লাহ্র নামে শয়ন করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই।) এরূপ করলে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতা তোমার হিফায়তের দায়িত্ব পালন করবেন।

২. আবু হুরায়রা! তুমি শয়নের সময় পড়বে—সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার, ওয়াল্-হামদু লিল্লাহ্ ৩৩ বার এবং আল্লাহ্ আকবার ৩৩ বার। আর একবার 'ওয়াল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে একশ বার পূর্ণ করে নিবে। যে ব্যক্তি এ আমল করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সে ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, যে রাতে জাগ্রত থাকল ফজর পর্যন্ত দু'রাকাত সাতাতে।

৩. আবু হুরায়রা! তুমি শোয়ার সময় সূরা ওয়াস সামায়ি ওয়াত্ তোয়ারিক, (সূরা : ৮৬) ও সূরা আল্‌হাকুমুত্ তাকাসুরু (সূরা : ১০২) পাঠ করবে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য আসমানে নক্ষত্রাজির পরিমাণ সওয়াব লিখবেন, আর তোমার সত্তরটি কবীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন।

৪. আবু হুরায়রা! তুমি যখন পবিত্রতা অর্জন করতে ইচ্ছা কর এবং পানির জন্য হাত বাড়াও, তখন বলবে, 'বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি' (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই।) এতে ফিরিশতাগণ তোমার আমলনামায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।

৫. আবু হুরায়রা! তাহারতের সময় নাকে পানি দিয়ে ভালভাবে নাক পরিষ্কার করে নিবে কিন্তু তুমি যদি সওম অবস্থায় থাক, তবে নাকে পানি দিতে ও নাক পরিষ্কার করতে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

৬. আবু হুরায়রা! আহার করার সময় তিন আঙুল দিয়ে আহার করবে, আর খাদ্যবস্তুর মাঝখানে থেকে আহার করবে না, কারণ বরকত নাযিল হয় মাঝখানে।

৭. আবু হুরায়রা! আহারের পূর্বে হাত ধৌত করলে খাদ্যদ্রব্যে বরকত হয়, আর খাওয়ার পর হাত ধুলে জ্যোতি বৃদ্ধি পায় ও গুনাহ মাফ হয়, তুমি ছোট ছোট গ্রাসে আহার করবে, ভাল করে চিবিয়ে খাবে এবং পানি অল্প অল্প করে বিরতি দিয়ে পান করবে; বিরতিহীনভাবে এক ঢোকে গলাধকরণ করবে না।

৮. চোখে সুরমা লাগাবে বে-জোড়, তেল ব্যবহার করবে কখনো কখনো। ওয়-গোসলের সময় পানির অপচয় করবে না, অপচয় করলে দীর্ঘ হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

৯. আবু হুরায়রা! কোন মু'মিন যখন পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করে, তখন হায়যাব নামে এক শয়তান তার বাঁ পাশে বসে তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি

করে, এমনকি পানি বেশি খরচ করার জন্য তার অন্তরে ওয়াসওয়াসার সঞ্চারণ করে, সাবধান! তুমি এ বিষয়ে শয়তানের অনুসরণ করবে না। কারণ, আমার উম্মতের সৎ ও আল্লাহ্ প্রেমিকগণ পবিত্রতা অর্জনে অপচয় করে না তারা পানি কম খরচ করে; যেমন তেল ব্যবহার করা হয়।

১০. আবু হুরায়রা! তুমি সাতাতে জন্ম পবিত্রতা অর্জনে দু'মুদ (একমুদ ৬৮ তোলা ৪ মাশা পরিমাণ)-এর অতিরিক্ত পানি ব্যয় করবে না, পায়খানা পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অর্ধেক এবং অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য বাকি অর্ধেক ব্যয় করবে। আর গোসলের জন্য এক সা' (২৭৩ তোলা পরিমাণ)-এর অতিরিক্ত পানি ব্যয় করবে না, তুমি পানির অপচয়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না, মহান আল্লাহ্ বলেন, ওয়াল্লাল মুসরিফীনা হুমআসহাবুননার (অপচয়কারীরা তো জাহান্নামের অধিবাসী)। (৪০ মুমিন : ৪৩।)

১১. আবু হুরায়রা! প্রতি মাসে একবার নখ কাটবে, কারণ নখের নিচে শয়তান লুকিয়ে থাকে।

১২. আবু হুরায়রা! মাথার মধ্যভাগে টিকি রাখবে না, কারণ তা হয় শয়তানের বাসস্থান।

১৩. আবু হুরায়রা! তুমি পবিত্রতা অর্জন ও উভয় পা ধোয়ার পর ইন্না আনযালনাহ্ ফী লাইলাতিল কদর (সূরাতুল কদর : ৯৭) পাঠ করবে।

১৪. আবু হুরায়রা! তুমি ডান হাতে আহার করার সময় বাঁ হাতে ঠেস দিয়ে বসবে না, কেননা তা হলো স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারীদের কাজ।

১৫. আবু হুরায়রা! তুমি পবিত্রতা অর্জন ও দু'পা ধোয়া সমাপ্ত করলে 'ইন্না আনযালনাহ্ ফীলাইলাতুল কদর' (সূরাতুল কদর) পাঠ করবে, যে এরূপ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেক ইবাদতে এক বছরের ইবাদত—দিনে সওম পালন ও রাতে ইবাদতে জাগরণ-এর সওয়াব দান করবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্ত রাখবেন।

১৬. আবু হুরায়রা! তুমি রাত ও দিনের প্রান্তে আল্লাহ্র কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলে তাকে রাত ও দিনের প্রান্তে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনার তৌফিক দান করেন।

১৭. আবু হুরায়রা! তুমি দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও সংকোচনে ভুগলে বেশি বেশি

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

'লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়িল আজীম' (গুনাহ থেকে পরহেয করা ও ইবাদত করার তৌফিক মহান আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে।) এ দু'আ পড়বে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দুঃখ-কষ্ট ও সংকট দূরীভূত করবেন এমন

কি তুমি কাফিরদের কাছে বন্দী থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন।

১৮. আবু হুরায়রা! কোন কিছু ঘটে গেলে 'যদি এটা না হতো', আর কোন বিষয় না হয়ে থাকলে 'যদি এটা হতো', সাবধান! তুমি এ ধরনের উক্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, কেননা এ হলো মুনাফিকদের উক্তি।

১৯. আবু হুরায়রা! তুমি অবশ্যই 'সালাতুয় যোহা' (বা চাশতের সালাত) আদায় করবে, কারণ জান্নাতে একটি বিশেষ দরওয়াজা আছে যার নাম 'বাবুয়যোহা' চাশতের সালাত আদায়কারিগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২০. আবু হুরায়রা! তুমি 'সালাতুয় যোহা' আদায় করবে। যে দু'রাকাতের 'সালাতুয় যোহা' আদায় করে তাকে 'যাকিরীন' বা আল্লাহর স্মরণকারিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যে ছয় রাকাত আদায় করে তাকে 'ফায়যীন' বা সফলকামিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর যে আট রাকাত আদায় করে তাকে সাদিকীন বা সত্যবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২১. আবু হুরায়রা! তুমি প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে সওম পালন করবে, তা করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার আমলনামায় পূর্ণ বছরের সওয়াব লিখবেন। আবু হুরায়রা! জান্নাতে একটি দরওয়াজা আছে যার নাম 'বাব-ই-বাইয়ান', 'আইয়্যামে বাইয়'—এর সওম পালনকারিগণ সে দরওয়াজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২২. আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে সে স্থানে বসে আল্লাহর যিক্র করবে, সে শয়তানের উপর প্রবল থাকবে, তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আর তার আমলনামায় লেখা হবে এক হজ্জ, এক উমরা ও একজন দাস আযাদ করার সওয়াব।

২৩. আবু হুরায়রা! পেশাবের স্থানে ও নাপাক জায়গায় ফরয গোসল করবে না, চালনির উপর আহার করবে না, পাত্রকে উল্টিয়ে তার পিঠের উপর আহার করবে না। কারণ, এসব কর্ম বালা-মুসিবতের কারণ হয়। বালির উপর পেশাব করবে না এবং বন্ধ পানিতেও পেশাব করবে না, এতে দুঃখ-কষ্ট ও সংকট-এর সম্মুখীন হতে পার।

সালাতে এদিক-সেদিক তাকাবে না, তা করলে শয়তান তোমার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বলবে, যে আল্লাহর দীনের কাজে ব্যর্থ হলো তাকে ধন্যবাদ।

২৪. আবু হুরায়রা! হাই তোলায় সময় মুখে হাত দিবে নতুবা শয়তান তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। সূর্যের সামনাসামনি তোমার সতর খুলবে না, কারণ এরূপ করলে সূর্য তাকে লানত করে।

তিন বছর বয়সের ছেলেমেয়ের সামনে স্ত্রী সংগম করবে না, প্রতিটি চোখের থেকে তুমি সতরের হিফাযত করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সতর আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৫. আবু হুরায়রা! কোন লোকের সতর তুমি যেন না দেখ এবং তোমার সতরও অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়, কেননা যে সতর দেখে এবং যার সতর দেখা হলো তারা উভয়ই অভিশপ্ত—লা'নতগ্রস্ত। কবরের উপর পদচারণ করবে না, কবরের উপর পদচারণ থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাহান্নামের আগুনে পদচারণ থেকে রক্ষা করবেন।

২৬. আবু হুরায়রা! মিথ্যা শপথ করবে না, কারণ মিথ্যা শপথের দরুন অনেক জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক জরায়ু হয় বাঁকা এবং অনেক খান্দান নির্বংশ হয়ে যায়।

২৭. আবু হুরায়রা! আল্লাহর এমন এক ফেরেশতা আছেন যার কানের লতির প্রশস্ততা পাঁচশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ। আর তার দৈর্ঘ্য হলো দুলাখ সত্তর হাজার বছরের পথের দূরত্ব পরিমাণ। আর তার দৈর্ঘ্য হল দুলাখ সত্তর বছরের পথের দূরত্ব পরিমাণ। সে ফেরেশতা এমর্থে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَكَ

'সুবাহানাকা আল্লাহুখা মিন্ আযীমে মা আ'যামাকা'। (হে আল্লাহ, আপনি যাবতীয় ক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। আপনি মহামহিম, কতই না মহান।) আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেন, কে আমার নামে মিথ্যা শপথ করে তাকে জিজ্ঞাসা কর।

২৮. আবু হুরায়রা! কোন মুসলিম যখন মিথ্যা শপথ করে তখন মহান আল্লাহ বলেন—হে মাল'উন, তুমি কেন মিথ্যা শপথ করছ? তুমি ব্যতীত আর কে আমার নামে মিথ্যা শপথ করবে।

২৯. আবু হুরায়রা! মহামহিম আল্লাহ মুসা আলায়হিস সালামকে বললেন, হে মুসা! আমার ইজ্জত ও মহত্ত্বের কসম, তুমি আমার নামে মিথ্যা শপথ করলে আমি অবশ্যই তোমার জিহ্বা পুড়িয়ে দেব। তাকে পুড়িয়ে কয়লা করে ফেলব। মিথ্যা শপথের দরুন কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশে দুর্ভাগ্য থাকবে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) কাঁদলেন এবং বললেন, অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন মিথ্যা কসম ব্যতীত লোকের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলবে না, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পরিজন ও ধন-সম্পদে ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকবে।

৩০. আবু হুরায়রা! মিথ্যা বলবে না, তুমি তাতে তোমার মুক্তি দেখলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে নিহিত রয়েছে তোমার ধ্বংস। তুমি সত্য বলবে, তাতে তোমার ধ্বংস দেখলেও প্রকৃতপক্ষে এতে রয়েছে তোমার নাজাত।

৩১. আবু হুরায়রা! যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করবে। যে তোমার সঙ্গে কথা বলে না, তুমি তার সাথে কথা কলবে। যে তোমার সঙ্গে খিয়ানত করে এবং তোমার অমঙ্গল কামনা করে, তুমি তার মঙ্গল কামনা করবে। নবীগণ (আ) এরূপই

করেছেন। যে এরূপ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তিনশত তেরজন নবী-রাসূল (আ)-এর সাহচর্য লিপিবদ্ধ করবেন।

৩২. আবু হুরায়রা! তুমি অধিক পরিমাণে আয়াতুল কুর্সী পাঠ করবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য তার প্রতিটি অক্ষরের পরিবর্তে চল্লিশ হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করবেন।

৩৩. আবু হুরায়রা! সূরা ইয়াসীন (সূরা ৩৬) বেশি বেশি পাঠ করবে, যে ফজরে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে নিজে, তার পরিজন ও সন্তানরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযতে থাকবে।

৩৪. আবু হুরায়রা! তুমি যোগ্য পাত্রে করুণা করবে, নতুবা তুমি নিজেই করুণার পাত্র হবে।

৩৫. আবু হুরায়রা! তোমার প্রতিবেশীকে না দিয়ে গোশত আহার করবে না, একটি টুকরা হাড় হলেও প্রতিবেশীকে দিবে। কেননা, যে তার প্রতিবেশীকে না দিয়ে গোশত আহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার বুদ্ধির দশভাগ হ্রাস করে দেন এবং তার উপার্জনের বরকত তুলে নেন, সে অধিক পরিশ্রম করবে, শ্রান্ত থাকবে কিন্তু জীবিকা পাবে সামান্য।

৩৬. আবু হুরায়রা! মানুষকে গালি দিও না, পরিণামে তারা তোমার পিতামাতাকে গালি দেবে।

৩৭. আবু হুরায়রা! তুমি যথাসাধ্য ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ লোকের সহযোগী হবে না।

৩৮. আবু হুরায়রা! দুর্নীতি পরায়ণ সমাজে একদিন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে ষাট বছরের ইবাদত অপেক্ষা অধিক উত্তম।

৩৯. আবু হুরায়রা! তুমি আমার উম্মতের মধ্যে শাসনভার লাভ করবে। তখন তোমার কাছে লোকজন বিচারপ্রার্থী হয়ে এলে তুমি মদ্যপের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কারণ আল্লাহ তার সাক্ষ্য বাতিল করে দেন। অন্ধ লোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করবে না। জুমু'আর সালাত ত্যাগকারীর সাক্ষ্যও গ্রহণ করবে না। আর যে স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করে তার প্রতি লানত দাও সম্মুখে, পিছনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরও।

৪০. আবু হুরায়রা! মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম, ইল্মের মজলিসে একঘণ্টা বসা আল্লাহর কাছে চল্লিশ বছর ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

৪১. আবু হুরায়রা! ইল্ম ছাড়া আমল ভ্রম সদৃশ, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমার উম্মতের সামনে অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন আলিম এ নিয়ে গর্ব করবে, তার কাছ থেকে হাদীসের ইল্ম শিখা হয়। (অর্থাৎ ইল্মের চর্চা কমে যাওয়ার দরুন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে)।

৪২. আবু হুরায়রা! আল্লাহর আরশের নিম্নদেশে স্বর্ণনির্মিত একটি শহর আছে, যার দরওয়াজায় লিখা আছে, যে ব্যক্তি কোন আলিমের সঙ্গে সাক্ষাত করলো, সে যেন

আল্লাহর নবীগণের (আ) সঙ্গে সাক্ষাত করলো। যে আমার আলিম বান্দাগণের সঙ্গে বসল, সে যেন নবীগণের মজলিসে বসল। যে আমার আলিমগণের উপকার করল এবং তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করল, সে যেন নবীগণের (আ) উপকার করল এবং তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করল।

৪৩. আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি কোন আলিমের একদিন সেবা করল, সে যেন অন্যলোকের সত্তর বছর সেবা করল।

৪৪. আবু হুরায়রা! চার শ্রেণীর লোকের উপর দীন নির্ভরশীল : ক. পরহেযগার আলিম, খ. দানশীল ধনী, গ. ধৈর্যশীল ফকীর, ঘ. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তাদের মধ্যে বিকৃতি আসলে তখন মু'মিনগণ আর কাকে অনুসরণ করবে ?

৪৫. আবু হুরায়রা! আলিমের মৃত্যু হলে কিয়ামত পর্যন্ত এর জন্য ইসলামে ফাটল সৃষ্টি হয়, একজন আলিম একহাজার ইবাদতকারী অপেক্ষা ইবলীসের উপর অধিক ভারী।

একদিনের তাওবাতে পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে একজন আলিম ও উপদেশদাতা প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

আপনি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথপ্রদর্শক। (১৩ রাদ' : ৭)। পথপ্রদর্শক অর্থ আলিম যিনি তাদের উপদেশ দেন এবং হিদায়াত করেন।

আর আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের মন্দ ইচ্ছা করলে তাদের আলিমের মৃত্যু ঘটান, এরপর তাদের উপর অবতীর্ণ হয় বালা-মুসীবত।

৪৬. আবু হুরায়রা! তুমি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় কিবলামুখী হয়ে বলবে :

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(আল্লাহর নামে পরিধান করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহরই।) এরপর দু'রাকাআত সালাত আদায় করে বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَسَانِيْ هَذَا وَلَوْ شَاءَ لَأَعْرَانِيْ

(সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বস্ত্রহীন থাকতে হতো।) এ দু'আ পড়লে যতদিন এ কাপড় টিকে থাকবে, ততদিন ফেরেশতা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

৪৭. আবু হুরায়রা! জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরবে এবং বের করার সময় প্রথমে বা পা থেকে বের করবে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর বিপরীত বস্তু রয়েছে, যেমন মসজিদের বিপরীত বস্তু হলো বিশ্রামাগার, কুরআনের বিপরীত বস্তু হলো কবিতা।

৪৮. আবু হুরায়রা! তুমি কবিদের সাথে মেলামেশা করবে না, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

(মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয়।। (৩১ লুকমান : ৬।) কারো উদর বমি ও পূঁজে পূর্ণ হওয়া উত্তম, কবিতা দিয়ে পূর্ণ হওয়ার চাইতে। ইবলীস তার প্রভুর কাছে তাকে কিছু পড়তে দেওয়ার প্রার্থনা করল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, কবিতা হলো তোমার কুরআন। কবিদের মজলিসে যারা বসে তারা হলো তোমার সান্নাধ্য ও তোমার ভাই।

৪৯. যে ব্যক্তি প্রতিদিন কুরআনুল করীমের একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য সে দিনে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের আমলের সমপরিমাণ আমল তুলবেন।

৫০. আবু হুরায়রা! যে দিনে একশবার 'কুল হুয়াল্লাহু হুআহাদ' (সূরা ইখলাস) পাঠ করবে, আসমানের সকল ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের দু'আর মাঝে কোন আবরণ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের ঘর কিংবা একটি নগর প্রস্তুত করবেন।

৫১. আবু হুরায়রা! তুমি কোন জন্তুর উপর আরোহণ করতে চাইলে প্রথমে পাঠ করবে :

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(আল্লাহর নামে আরোহণ করছি, আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই।) এতে অবতরণ করা পর্যন্ত তুমি আল্লাহর সাহায্যে নিরাপদ থাকবে।

৫২. আবু হুরায়রা! কোন ইহুদী কিংবা নাসারাকে তুমি আগে সালাম করবে না। অরার তোমাকে সালাম দিলে তুমি তার জওয়াব দিবে। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের যা হক রয়েছে তা তুমি ভালভাবে আদায় করবে, কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীর হক সয়ন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন।

৫৩. আবু হুরায়রা! তুমি জুমু'আর সালাতের জন্য গোসল করবে, বিকালের খাদ্যের বিনিময়ে পানি সংগ্রহ করতে হলেও। কারণ, প্রত্যেক নবী-রসূল (আ)-কেই আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। জুমু'আর গোসল আরেক জুমু'আ পর্যন্ত সময়ের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে থাকে।

৫৪. আবু হুরায়রা! মোচ ছোট করবে, তাতে ফিরিশতাগণ তোমার গুণাধরকে ভালবাসবে।

৫৫. আবু হুরায়রা! তুমি যখন সালাতে দাঁড়াবে, তখন তোমার দৃষ্টি থাকবে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গার উপর, রুকূর সময় পায়ের উপর এবং তাশাহুদ পড়ার সময় কোলের উপর।

৫৬. আবু হুরায়রা! তুমি খোশবু ব্যবহার করবে, এতে আল্লাহর ফিরিশতা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

৫৭. আবু হুরায়রা! তুমি আল্লাহর হয়ে যাও, আল্লাহ তোমার হয়ে যাবেন। তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তার প্রতিদান তোমাকে দেবেন।

৫৮. আবু হুরায়রা! পরামর্শ করার দরুন কোন লোক ধ্বংস হয়নি, পরামর্শে রয়েছে সৎপথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। যে পরামর্শ করে না সে লজ্জিত হয়, যে পরামর্শ না করে নিজের মত মত চলে সে পথভ্রষ্ট হয়। আর যে অহংকার করে সে বেইজ্জত হয়।

৫৯. আবু হুরায়রা! ধৈর্য তোমাকে অর্ধেক পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করবে এবং সালাত তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।

৬০. আবু হুরায়রা! নাগর মোথা (এক প্রকার সুবাসিত ঘাসের মূল) ও কালিজিরা ব্যবহার করবে।

৬১. আবু হুরায়রা! তুমি ধৈর্যধারণ করলে হবে তো তাই যা তোমার জন্য তাকদীরে নির্ধারিত আছে কিন্তু তুমি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর তুমি অধৈর্য হলেও তাই হবে যা তোমার জন্য নির্ধারিত আছে কিন্তু তুমি হবে গুনাহগার।

৬২. আবু হুরায়রা! তোমার উপর তোমার পিতার অধিকার আছে, তাই তুমি অবশ্যই তার খিদমত করবে। আর যত্ন করবে মেহমানকে, কেননা তুমি ইবরাহীম (আ)-এর চাইতে অধিক মর্যাদাবান নও। আর বাদশাহর হক আদায় করবে, কারণ তাকে আল্লাহ তা'আলা জনগণ ও নগরের কর্তৃত্ব দান করেছেন। আল্লাহর উপর অহংকারী হবে না, কারণ যে ইলুম হাসিল করতে লজ্জাবোধ করে সে আল্লাহর নিকট অহংকার করল এবং আল্লাহর দীনকে তুচ্ছ মনে করল, অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না এবং নির্বোধ ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে না।

৬৩. আবু হুরায়রা! তুমি মাল সঞ্চয় করবে না, তুমি তা সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে না, কারণ আল্লাহ তা'আলা মালের মধ্যে চারটি খাসলাত রেখেছেন। ক. লালসা, খ. কৃপণতা, গ. অতি আকাঙ্ক্ষা, ঘ. নির্লজ্জতা।

৬৪. আবু হুরায়রা! এ উম্মতের চার শ্রেণীর লোক সকলের আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ক. ধনবান চোর, খ. ফাসেক আলিম, গ. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ঘ. কিবাহিত যিনাকারী।

৬৫. আবু হুরায়রা! চার শ্রেণীর লোক জান্নাতুন নাঈম'-এ সবার আগে প্রবেশ করবে। ক. পরহেযগার আলিম, খ. আল্লাহর পথের শিক্ষার্থী গ. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, ঘ. আল্লাহর আনুগত্যের পথে অর্থ ব্যয়কারী।

৬৬. আবু হুরায়রা! প্রত্যেক বস্তুর উচ্চতার নিদর্শন আছে, ইসলামের উচ্চমর্যাদার নিদর্শন হলো বদান্যতা।

৬৭. আবু হুরায়রা! প্রত্যেক বস্তুর দীপ্তি আছে, ইসলামের দীপ্তি হলো চাশুতের সালাত।

৬৮. আবু হুরায়রা! প্রত্যেক বস্তুর উজ্জ্বলতা রয়েছে, ইসলামের উজ্জ্বলতা হলো সাদাকাহ। প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য আছে, ইসলামের সৌন্দর্য হলো তাওবা। যার ইলুম নেই তার তাওবাও নেই। যার অগ্রহ নেই তার ইলুম নেই। যার বদান্যতা নেই তার সাদাকা নেই। যার পরহেযগারী নেই তার ইবাদতও নেই। ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত দেয় না, তার সালাতও কবুল হয় না। আল্লাহ যা দেন তাতে যার পরিতুষ্টি নেই, তার ইয়াকীন নেই।

৬৯. আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি শনিবারে নখ কাটবে আল্লাহ তা'আলা তার পেরেশানী দূর করে দিবেন। যে রোববারে নখ কাটবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের কঠোরতা দূর করে দিবেন। যে সোমবারে নখ কাটবে আল্লাহ তা'আলা তার স্বরণশক্তি ও মেধা বাড়িয়ে দিবেন। আর যে মঙ্গলবারে নখ কাটবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করবেন। আর যে বুধবারে নখ কাটবে সে যাবতীয় রোগ ও ব্যথা থেকে মুক্তি লাভ করবে। যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার নখ কাটবে আল্লাহ তা'আলা তার কঠিন কাজ সহজ করে দিবেন এবং ঋণ থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। জুমু'আর দিন নখ কাটলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইয়াকীনের (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর দৌলত দান করবেন এবং আর ঋণ থাকলে তার ধারণাতীত স্থান থেকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

৭০. আবু হুরায়রা! যদি তুমি আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করতে চাও, তবে প্রতিদিন আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে।

৭১. আবু হুরায়রা! আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিত থেকে না, তুমি চিরসুস্থতা ও প্রচুর রিযক কামনা করলে তবে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। যদি আসমান ও যমীনের অধিবাসীগণ তোমার কোন উপকার করতে চায় কিন্তু আল্লাহ না চাইলে তবে তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা সবাই সন্মিলিতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় কিন্তু আল্লাহ না চাইলে তবে তারা তোমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।

৭২. আবু হুরায়রা! যে মানুষের গীবত করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে দেন। আর যে তার দাসদাসীদের প্রতি সহ্যবহার করে আল্লাহ তাকে তার শত্রুদের উপর বিজয়ী করেন।

৭৩. আবু হুরায়রা! কোন পাপকে ছোট মনে করবে না। কারণ, তুমি জান না, কোন পাপের দরুন আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর কোন নেক কাজকে ক্ষুদ্র মনে করবে না, কারণ তুমি জান না কোন নেক কাজের দরুন আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

৭৪. আবু হুরায়রা! তোমার কোন পুত্র সন্তান কিংবা কন্যা সন্তানে জন্ম হলে তার ডান কানে আযান ও বাঁ কানে ইকামত বলবে, এতে শয়তান সে সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৭৫. আবু হুরায়রা! তুমি বাঘ দেখলে তিনবার 'আল্লাহ আকবার' বলবে। এরপর বলবে :

اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহ মহান, তিনি সবার চাইতে পরাক্রমশালী। এতে আল্লাহ তোমাকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।

৭৬. আবু হুরায়রা! পিয়াজ, রসুন রান্না ছাড়া কাঁচা আহার করবে না।

৭৭. আবু হুরায়রা! তুমি তরকারিসহ কোন কিছু আহার করলে তোমার হাত ও গুষ্ঠাধর ধুয়ে নিবে, কারণ তীর তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে যেমন দ্রুত পৌঁছায়, শয়তান গুষ্ঠাধরের দিকে তদপেক্ষা অধিক দ্রুত পৌঁছে।

৭৮. আবু হুরায়রা! যথাসাধ্য প্রত্যহ মিসওয়াক করবে, এতে ক্লান্ত হবে না, কারণ মিসওয়াক করে তুমি যে সালাত আদায় করবে, তা মিসওয়াকবিহীন আদায় করা সালাতের চাইতে সত্তর গুণ উত্তম।

৭৯. আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশটি লাল কিসমিস আহার করবে, মৃত্যুর ব্যাধি ছাড়া তার অন্য রোগ হবে না।

৮০. আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি প্রত্যহ খালিপেটে দশটি খেজুর আহার করবে, তার পেটের সব ক্রিমি ও পোকা বের হয়ে যাবে।

৮১. আবু হুরায়রা! তুমি মিষ্টি আনার আহার করবে, এতে স্বরণশক্তি বাড়বে।

৮২. আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন গোশত খাওয়া বাদ দিলে তাতে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয় এবং হৃদয় মরে যায়।

৮৩. আবু হুরায়রা! তোমার মোচ কেটে ফেলবে, তাতে ফেরেশতাগণ তোমার গুষ্ঠাধরকে ভালবাসবে।

৮৪. আবু হুরায়রা! তুমি খোশবু ব্যবহার করবে, কারণ যতক্ষণ তোমার দেহে খোশবু থাকবে ততক্ষণ ফেরেশতা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

৮৫. আবু হুরায়রা! লোক-দেখানো না হলে রাতের এক রাকাত সালাত দিনের হাজার রাকাত সালাত অপেক্ষা অধিক উত্তম।

৮৬. আবু হুরায়রা! রাতে সালাত আদায়কারীর চেহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে।

৮৭. আবু হুরায়রা! তোমার পরিজনদের সালাতের নির্দেশ দিবে। এতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রিয়কের দরজা খুলে দিবেন।

৮৮. আবু হুরায়রা! বারি বর্ষণের সময় দু'রাকাত সালাত আদায় করবে, সেদিন আকাশ থেকে যত ফোঁটা বৃষ্টি বর্ষিত হবে তার প্রত্যেক ফোঁটার বদলে তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলা সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।

৮৯. আবু হুরায়রা! সকাল হলে তুমি সন্ধ্যার চিন্তা করবে না এবং সন্ধ্যা হলে সকালের চিন্তা করবে না।

৯০. আবু হুরায়রা! আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম, মৃত্যু ও জাহান্নামকে বিশ্ববাসীদের জন্য করেছেন নিদর্শন। মৃত্যু না থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তিই খোদায়ী দাবি করত। আর জাহান্নাম সৃষ্টি না করলে বিশ্বের কেউ আল্লাহকে সিজদা করত না।

৯১. আবু হুরায়রা! মৃত্যুর কঠিন সময় বা সাকারাত উপস্থিত হলে তার সামনে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে থাকবে, কারণ কলেমায়ে শাহাদাত সকল পাপ মোচন করে দেয়। আবু হুরায়রা বলেন, এতো হলো যার মৃত্যু সন্নিকট তার জন্য, কিন্তু জীবিতদের জন্য এ কলেমার কি ফযীলত? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কলেমায়ে শাহাদাত জীবিতদের পাপ আরো অধিক মোচন করে।

৯২. আবু হুরায়রা! তুমি সকাল-সন্ধ্যা তোমার ইসলামকে তাজদীদ বা পুনর্জীবিত করবে এ কলেমার দ্বারা:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজ্য তাঁরই, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি চিরজীব, তাঁর মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

যে ব্যক্তি এ কলেমা দশবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মু'মিন ক্রীতদাস আযাদ করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ - تَمَّتْ
الْوَصِيَّةُ الْمُبَارَكَةُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَسَنَ تَوْفِيقِهِ فِي الْيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ سَلَخَ شَهْرَ الْمُحَرَّمِ
الْحَرَامَ بِسَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ أَلْفَ عَلَى يَدِ الْفَقِيرِ الْحَقِيرِ الْحَاجِّ شَيْخِ مُحَمَّدِ الْمُؤَلَّوِيِّ
ابْنِ عَلِيِّ الشَّيْخِ فِي زَاوِيَةِ الْمُؤَلَّوِيِّ بِعَيْشِ كَطَاشَ غَفِرَ لِهَمَّا وَعَنَى عَنْهُمَا -

পরিচিতি : হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)

নাম-আলী হায়দর, উপনাম-আবু তোরাব ও আবুল হাসান, উপাধি- ফাতিহ -এ-খায়বর ও আসাদুল্লাহ—খায়বর বিজয়ী ও আল্লাহর বাঘ। বংশে কুরাইশী হাশেমী। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ভাই, নাবালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। উসমান যুনুরাইন (রা)-এর পর উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সায়িদাতুন নিসা হযরত ফাতিমা (রা)-এর স্বামী। হাসান ও হুসাইন (রা)-এর পিতা। চতুর্থ খলীফা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধারার আমীন। তিনি নবী করীম (সা)-এর স্নেহ ও তারবিয়তে লালিত-পালিত হওয়ার গৌরবের অধিকারী। তাঁর সাহস ও বীরত্ব ছিল অসাধারণ। বীরত্বের প্রতীকস্বরূপ নবী করীম (সা) তাঁর খাস তরবারি আলী (রা)-কে প্রদান করেন যার নাম ছিল যুলফিকার।

নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতকালে আলী (রা)-কে তাঁর আপন শয্যায় রেখে যান। তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন : তোমাকে তাঁরা কোন কষ্ট দিবে না। খায়বার যুদ্ধে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন। সূরা বারাতাতে অবতীর্ণ ঘোষণা প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। তাঁর সম্পর্কেই মহানবী (সা)-এর এ উক্তি :

لَا سَيْفَ إِلَّا نُوَالْفَقَارَ وَلَا فِي الْأَعْلَى

যুলফিকার ব্যতীত তরবারি নেই এবং আলী ব্যতীত যুবক নেই।

হযরত আলীর পিতা আবু তালিব মৃত্যুর সময় ওসীয়াত করেছিলেন, তোমরা মুহাম্মদের অনুসরণ করবে, তাঁর সহযোগিতা করবে, তিনি সোজা ও সরল পথ প্রদর্শন করেন। হযরত আলী (রা) ঈমান আনার পর পিতাকে অবহিত করলেন, আঝা! আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের প্রতিও। রাসূল (সা) আল্লাহর কাছ থেকে যা শ্রাণ্ড হয়েছেন আমি তা বিশ্বাস করে তাঁর অনুসরণ করছি।

আবু তালিব বললেন, তিনি কল্যাণের দিকেই আহ্বান করে থাকেন, তুমি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকবে। হযরত আলী যখন ঈমান আনলেন তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাত আদায় করতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করছেন? নবী করীম (সা) বললেন, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশে সালাত আদায় করছি। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জগতসমূহের প্রতিপালকের পরিচয় কি? নবী করীম (সা) বললেন, তিনি এক ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই, সৃষ্টি ও আধিপত্য তাঁরই, তিনিই

জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আলী তা শুনে বিনা দ্বিধায় ঈমান আনলেন। হযরত আলী মুর্তমা (রা) সব সময় নবী করীম (সা)-এর অনুসরণ করতেন, যাবতীয় কাজে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। নবী করীম (সা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, মুসা (আ)-এর কাছে হারুন (আ)-এর যে মর্যাদা আমার কাছেও তোমার সে মর্যাদা, তবে আমার পর আর কোন নবী নেই।

খায়বর বিজয় খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল। নবী করীম (সা) বললেন, আমি কাল পতাকা এমন ব্যক্তিকে প্রদান করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতেই বিজয় প্রদান করবেন। পরদিন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ইবন আবু তালিব কোথায়? তিনি এলেন, নবী করীম (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন এবং বললেন, তুমি এ পতাকা নিয়ে অগ্রসর হও—যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমার হাতে বিজয় দান করবেন। খায়বর দুর্গের বিরাট দরজা তিনি একাই হাতে তুলে নিলেন। যে দরজা সাতজনে চেষ্টা করেও ওঠাতে পারেননি। দুনিয়ার সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তিনি একবার বলেছিলেন, হে দুনিয়া! তুমি আমা থেকে দূরে থাক, হে দুনিয়া! তুমি অন্য কাউকে আকৃষ্ট কর, আমাকে নয়।

তিনি বলতেন, তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হবে না। হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বলেন, দুনিয়ার প্রতি সবচেয়ে অনাসক্ত ব্যক্তি হলেন আলী (রা)।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ অনুগ্রহ করুন আলীর প্রতি, তিনি ছিলেন এ উম্মতের সবচেয়ে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তি।

হযরত আলী (রা) মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং তিনি বলতেন, মোটা বস্ত্র অহংকার থেকে আমাকে মুক্ত রাখবে এবং সালাতে বিনম্র ও মনোযোগী হতে আমাকে সহায়তা করবে। তারপর তিনি বললেন, মানুষের জন্য এ হলো উত্তম নমুনা, যাতে তারা অপচয় না করে। এরপর তিনি কুরআন মজীদে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

لَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

এ হলো আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, ওভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য। (২৮ কাসাস : ৮৩)।

নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে এত বেশি ভালবাসতেন যে, তিনি আলী মুর্তযার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শোনা পছন্দ করতেন না। তিনি একবার বললেন, হে লোকসকল! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না, আলী আল্লাহর পথে খুবই কঠোর, তিনি অভিযোগের উর্ধে।

নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর হযরত আলী (রা) তার গোসল দেওয়াতে শরীক ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) আলী (রা)-এর কাছে জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন, শরীয়া ফায়সালা জেনে নিতেন। একবার হযরত উমর (রা) তাঁর একটি সিদ্ধান্তের প্রশংসা ও গুরুত্ব বর্ণনা করে মন্তব্য করলেন—আলী না হলে উমর হালাক হয়ে যেত।

হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের পর হযরত আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দারুল খিলাফত কূফায় স্থানান্তর করেন। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিলের মাল হকদারদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতেন। তিনি বলতেন, ধনবানদের কার্পণ্যের কারণেই অভাবগ্রস্ত লোকেরা কষ্ট পায়। তাঁর খিলাফতকাল হলো তিনদিন কম পাঁচ বছর। এ সময়ে তাঁকে ইসলামের শত্রুদের সৃষ্ট অনেক ফিতনা-ফাসাদের মুকাবিলা করতে হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি খারিজী সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবন মুলজিমের হাতে শহীদ হন। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের পর নিজেদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অনেক রক্তপাত হয়। মহানবী (সা) একবার হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলেন, আলী! তুমি জান, পূর্ববর্তীদের সবচেয়ে অধিক হতভাগ্য লোক কে? আলী বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। নবী করীম (সা) বললেন, সে ব্যক্তি বড় হতভাগ্য যে সালিহ (আ)-এর উটনীর পা কর্তন করেছিল। মহানবী (সা) বললেন, আলী তুমি জান, পরবর্তীদের মধ্যে সবচাইতে অধিক হতভাগ্য লোক কে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। নবী করীম (সা) বললেন, সবচেয়ে অধিক হতভাগ্য ব্যক্তি হলো তোমার হত্যাকারী।

তিনি হত্যাকারী সম্পর্কে নির্দেশ দেন যে, তার খাওয়া-দাওয়া ও থাকার সুব্যবস্থা করবে, আমি এ আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে থাকলে আমিই তার অধিক হকদার, তার থেকে প্রতিশোধ নেই বা তাকে ক্ষমা করে দেই। আর আমার মৃত্যু হলে তোমরা তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তার বিচারপ্রার্থী হব। আর তোমরা অপরাধী ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

অন্তিমকালের এ নির্দেশ থেকে হযরত আলী (রা)-এর ন্যায়পরায়ণতা সহজে অনুমান করা যায়। তিনি ক্রোধের সময়ও সীমালংঘন করা পছন্দ করতেন না। তাঁরাই আদর্শ। তারা ই ইসলামের ও মহানবী (সা) -এর সত্যিকার অনুসারী ছিলেন। তাঁদের এ সুন্দর চরিত্রের দরুন ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তারলাভ করে।

একবার হযরত আলী (রা) কুফার মসজিদে ফজরের সালাত আদায়ের পর মসজিদের সাহানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসলেন এবং অপেক্ষমাণ লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি। তাঁদের মত আজ আর

কাউকে দেখছি না। তাঁরা ভোরে উঠলে তাঁদের চোখে দৃষ্ট হতো সিজদা ও কুরআন তিলাওয়াতে রাত জাগরণের নিদর্শন। তাঁরা আল্লাহর যিক্র করলে বাতাসে গাছ যেমন আন্দোলিত হয় তাঁদের শরীরও তেমন আন্দোলিত হতো। চোখের অশ্রুতে তাঁদের কাপড় সিক্ত হয়ে যেত।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) ছিলেন ওহী লেখক। ইমাম আহামদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, হযরত আলীর প্রশংসায় যে পরিমাণ হাদীস পাওয়া যায় আর কারো প্রশংসায় সে পরিমাণ হাদীস পাওয়া যায় না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত আলীর দৃঢ়তা, তাঁর জ্ঞান ও আমল-এর উৎস হলো আল-কুরআন। তাই তিনি কুরআনুল করীমের সুশোভিত উদ্যানে ও স্পষ্ট নিদর্শনাবলীতে অবস্থান করতেন।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) একবার বলেন, আল্লাহর কিতাব থেকে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, জিজ্ঞাসা কর যত ইচ্ছা। আল্লাহর কসম, আল্লাহর কিতাবে এমন কোন আয়াত নাই, যা রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, না দিনে অবতীর্ণ হয়েছে আমি তা ভালরূপে জ্ঞাত নই।

তিনি তাঁর এক ওসীয়াতে বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি তোমাদের ওসীয়াত করছি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাকওয়ার কথা বলেছেন আর তাকওয়ার দ্বারা সহজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আল্লাহর কাছে তাকওয়ার উত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়, তোমরা নির্দেশিত হয়েছে তাকওয়ার প্রতি এবং তোমাদের সৃষ্টি হলো ইহসান বা নিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ তা'আলা যে সব কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাবধান করেছেন এবং শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন, তোমরা সে সব কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। আর তোমাদের মধ্যে যেন আল্লাহর ভীতি থাকে যা শাস্তিস্বরূপ নয়। তোমরা লোক-দেখানো ও শুনানো মনোভাব ব্যতীত আমল করবে, কারণ যে লোক-দেখানো বা শুনানোর জন্য আমল করবে আল্লাহর জন্য নয়—আল্লাহ তা'আলা তাকে তার সে আমলের দিকে সোপর্দ করবে আর যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে আল্লাহ তা'আলা তার অভিভাবক হবেন এবং তার নিয়তের জন্য তাকে অতিরিক্ত মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহর আযাবকে ভয় কর, কারণ তিনি তোমাদের বেহুদা সৃষ্টি করেননি এবং তোমাদের আমলসমূহ অনর্থক ছেড়ে দিবেন না। তিনি তোমাদের আমল, নিদর্শন, তোমাদের সব কিছুই নির্ধারিত করেছেন, তোমাদের আয়ুষ্কাল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই পার্থিব জীবন যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে, কারণ সে ছলনাকারী—প্রবঞ্চক। আর প্ররোচিত হয়ে সে-ই যে তার ধোঁকায় পড়ে। আর আখিরাতই হলো স্থায়ী আবাস।

পরিচিতি : হযরত আবু হুরায়রা (রা)

স্বরণশক্তির কিংবদন্তী, হাদীসে রাসূলের একনিষ্ঠ সাধক হযরত আবু হুরায়রা (রা)। যেসব সাহাবী (রা)-এর অক্লান্ত সাধনা ও প্রয়াসে হাদীসে রাসূল (সা) আমাদের মধ্যে আজও সংরক্ষিত, তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা) অন্যতম। যতদিন হাদীস শরীফের চর্চা থাকবে ততদিন এ মহামনীষী সাহাবীর নামের চর্চাও থাকবে। ধন্য তাঁর কীর্তি, অমর তাঁর জীবন সাধনা।

তিনি দাওস গোত্রের লোক, এ গোত্রের আবাস ছিল ইয়ামনে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আবদ-এ-শামস' কিংবা 'আবদ-এ-আমর'—যার অর্থ সূর্যের বান্দা কিংবা 'আমর-এর বান্দা। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান। যার মানে, আল্লাহর বান্দা বা রাহমানের বান্দা। তাঁর উপনাম আবু হুরায়রা বা বিড়ালের বাপ। এ উপনামেই তিনি মুসলিম জাহানে পরিচিত। বিড়ালের বাপ বা বিড়ালওয়ালা উপনামে খ্যাত হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, আমার একটি ছোট বিড়াল ছিল। আমি ছাগল চরাতে গেলে বিড়ালটিও সাথে নিয়ে যেতাম। বিড়ালের সাথে আমার এ ঘনিষ্ঠতা দেখে লোকে আমাকে আবু হুরায়রা নামে ডাকতে শুরু করেন এবং ক্রমশ আমার এ উপনামটিই প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। খয়বরে যখন নবী করীম (সা) যুদ্ধরত, তখন আবু হুরায়রা সেখানে তাঁর কাছে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর মাতা ও তাঁর গোত্রের অনেক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর থেকে তিনি সর্বদা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে ও সাহচর্যে নিজেই নিয়োজিত রাখেন এবং হাদীসসমূহ কণ্ঠস্থ করার অক্লান্ত সাধনায় দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। তাঁর থেকে যত সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে; এককভাবে অন্য কোন সাহাবী থেকে তত হাদীস বর্ণিত হয়নি।

ইল্মে হাদীসের জন্য হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে অনেক ভ্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেন, আমাকে অনেক ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি কোন কোন সময় নবী করীম (সা)-এর মিশর শরীফ ও উম্মুল মুমিনীন সিদ্দীকা আয়েশা (রা)-এর হজরার মধ্যবর্তী স্থানটুকু অতিক্রম করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়তাম। কেউ কেউ আমাকে রোগী মনে করে তাঁর পা দিয়ে আমার গর্দান চেপে রাখতো। অথচ আমার কোন রোগ ছিল না, আমার ছিল ক্ষুধা।

হাদীসে রাসূল কর্তৃক করা এবং নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনি যে কোন প্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তাল আহার, উত্তম পোশাক ও আবাসের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং রাসূলে করীম (সা)-এর সাহচর্য। ইলমে হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জনের অনেক কারণ রয়েছে। ১. জ্ঞান পিপাসা, ২. অশেষ ত্যাগ স্বীকার, ৩. নবী করীম (সা)-এর চার বছরের সাহচর্যতা, ৪. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য নবী করীম (সা)-এর বিশেষ দু'আ ইত্যাদি। তিনি নিজেও আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। 'ইয়া আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের মুহাব্বত দান করুন। 'ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে একরূপ জ্ঞান দান করুন যা আমি কখনো ভুলে না যাই।

পার্শ্বিক সম্পর্কে মুক্ত থেকে জ্ঞান সাধনায় সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়োজিত রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি নিজে বলেন, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের কারো ব্যবসায়-বাণিজ্যে, কারো ক্ষেত ফসলের কাজ ছিল। আমার সে সবেল কিছু ছিল না, কাজেই আমার মত হাদীস সংরক্ষণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি বলেন, যে হাদীস একবার আমার শ্রুতিগোচর হতো তা আমি আর কখনো ভুলতাম না। একবার মরওয়ান তাঁর শাহী আসনের নিচে তাঁর লেখককে লুকিয়ে রেখে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে তাঁর কাছে তশরীফ আনতে অনুরোধ জানালেন, তিনি আসার পর তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে বলা হলো, আবু হুরায়রা যখন বর্ণনা আরম্ভ করলেন তখন শাহী কাতেব তা হুবহু লিপিবদ্ধ করতে লাগল। লিপিবদ্ধ হাদীসগুলো যত্নসহকারে সংরক্ষিত রাখা হলো, এরপর একবছর অতিবাহিত হলে পুনরায় যখন হযরত আবু হুরায়রাকে সে সব হাদীস বর্ণনার অনুরোধ জানানো হলো, তখন তিনি হুবহু সব হাদীস পুনরায় বর্ণনা করলেন। একপই তাঁর স্মরণ শক্তি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) একজন শীর্ষস্থানীয় হাদীস বর্ণনাকরী সাহাবী। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) সম্পর্কে বলেন, আবু হুরায়রা আমাদের মধ্যে একজন অন্যতম হাদীস বিশারদ।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সে ভাগ্যবান সাহাবী, রাসূলে করীম (সা) হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছার পর যাঁর ঘরে অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বয়ং আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতেন এবং বলতেন, আমি নিজের স্মরণ শক্তির উপর ততটুকু নির্ভর করতে পারি না, যতটুকু নির্ভর করতে পারি আবু হুরায়রার স্মরণ শক্তির উপর। তিনি আরো বলেন, আমি নিজে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে আবু হুরায়রা থেকে হাদীস বর্ণনা করা অধিক পছন্দ করি।

নবী করীম (সা) আবু হুরায়রা (রা)-কে ইল্মের ভাণ্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফেজ যাহাবী (র)ও বলেন, আবু হুরায়রা হলেন জ্ঞানভাণ্ডার, ফতওয়া দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম।

হাফেজ ইবন হাজার (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সমসাময়িক হাদীস বর্ণনাকারিগণের মধ্যে অন্যতম হাফেজ-এ-হাদীস ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে তাঁর মত এত অধিক সংখ্যক হাদীস আর কেউ সংগ্রহ করতে পারেন নি। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর যুগে হাফেজ-এ-হাদীসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন।

আহলে বায়তে রাসূল (সা)-এর প্রতি আবু হুরায়রা (রা)-এর মুহাব্বত

হযরত আবু হুরায়রা (রা) যেমন নবী করীম (সা)-কে অধিক ভালবাসতেন তেমনি নবী করীম (সা)-এর বংশধরগণের প্রতিও তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা। একবার তিনি সায়্যিদুনা হযরত হাসান (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার পিঠের উপরের যে স্থানে নবী করীম (সা) চুষন করেছিলেন আমার বাসনা যে, আমি সে স্থানে চুমু খাই। হযরত হাসান (রা) তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য সে স্থান থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন। আর হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর বাসনা পূর্ণ করলেন।

হযরত হাসান (রা)-এর ওফাত হলে আবু হুরায়রা (রা) কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়জন আজ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তাই তোমরা যত ইচ্ছা কেঁদে নাও।

হক কথা বলা

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নিঃসংকোচে হক কথা বলতেন। একবার মদীনার আমীর মরওয়ানের বাসতবনে ঘরের দেয়ালে প্রাণীর চিত্র টাঙ্গানো দেখে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে হবে? যে আমার সৃষ্ট জীবের অনুরূপ সৃষ্টি করতে চায়, একরূপ সৃষ্টি করতে পারবে বলে যদি কেউ মনে করে তবে সে যেন একটি অণু সৃষ্টি করে, সে যেন একটি যব অথবা যে কোন প্রকার একটি শস্য তৈরি করে।

একবার এক মহিলার জামা থেকে সুগন্ধ ছড়চ্ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মসজিদ থেকে এলেন? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মসজিদের গমনের উদ্দেশ্যেই কি সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। আবু হুরায়রা (রা) তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মহিলা যদি মসজিদে গমনের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে তা খুয়েমুছে না ফেলা পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।

রাজনৈতিক জীবন

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় তিনি কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেননি। এ সময় তিনি হাদীস প্রচারে সময় ব্যয় করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) তাঁকে বাহরাইন-এর প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না, তবে তিনি তৃতীয় খলীফার সংকটকালে তাঁকে সহযোগিতা প্রদান করেন।

ইবাদত-বন্দেগী

তিনি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত ও হাদীস অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও রাত জাগাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে পালানক্রমে একে অপরকে ইবাদত করতে জাগিয়ে দিতেন। তিনি নিয়মিত চাশতের সালাত ও আইয়্যামে বীয়ের সওম পালন করতেন।

ওফাত

হিজরী ৫৭ সাল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পবিত্র মদীনার আমীরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে দেখতে আসতেন। অসুস্থতার সময় আখিরাতে সফরের কথা ভেবে কাঁদতেন এবং বলতেন, আমার এ কাঁদা দুনিয়ার মায়ার কারণে নয়, আমি কাঁদছি আখিরাতে সফরের সীমাহীনতা এবং সম্বলহীন অবস্থায় সফরের কথা চিন্তা করে। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে আমার অবস্থিতি। আমি জানি না, এ স্থান থেকে কোথায় আমাকে যেতে হয়।

হযরত আবু সালমা তাঁকে দেখতে এলে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর আরোগ্যের জন্য দু'আ করলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তা শুনে বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতে আর রেখো না। তারপর বললেন, আবু সালমা! সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন মানুষ মৃত্যুকে স্বর্ণভাণ্ডারের চাইতেও অধিক মূল্যবান মনে করবে। তুমি যদি তখন জীবিত থাক তবে দেখতে পাবে, কোন এক লোক একটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলছে, হায়! কবরটিতে যদি আমার স্থান হতো। ৭৮ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বললেন, আরবের প্রাচীন প্রথামত আমার কবরের উপর যেন তাঁবু টাঙ্গানো না হয় এবং আমার দাফন-কাফন যেন তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা হয়। কারণ আমি যদি পুণ্যবান হই তাহলে অনতিবিলম্বে আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভে সাফল্য লাভ করবো। আর পাপী হলে অতিসত্ত্বর তোমাদের কাঁধের উপর থেকে বোঝা হালকা করে নিবে।

'রিসালা' গ্রন্থের সংকলকের পরিচিতি

'রিসালা' গ্রন্থের সংকলকের নাম : ইমাম আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবন আবু বকর [কামালুদ্দীন] ইবন মুহাম্মদ জালালুদ্দীন [আত্ তোলানী] আল খুযায়রী আশ শাফিয়ী। তিনি আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান সুযুতী (র) নামে সমধিক পরিচিত।

জন্ম : রজব, ৮৪৯ হিজরী, ৩রা অক্টোবর, ১৪৪৫ ইংরেজী, জন্মস্থান : কায়রো।
ওফাত : ১৮ জুমাদাল উলা, ৯১১ হিজরী, ১৭ অক্টোবর, ১৫০৫ ইংরেজী।
স্থান : আর রওয়া।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ন' পুরুষ পূর্ব থেকে তাঁর পূর্বপুরুষগণ মিসরের 'উস ইউথ' নামক নগরে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর পিতা কায়রোতে অবস্থিত 'আশ শায়খুনিয়া' মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ৫/৬ বছর তখন তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতার এক সুফী বন্ধু তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নিজ সন্তানের মত লালন-পালন করেন। আট বছর বয়সে তিনি কালামে পাক হেফজ করেন। তাঁর স্বরণ শক্তি ছিল অতি তীক্ষ্ণ। এরপর আল্লামা নওবী (র) রচিত 'উমদাতুল আহকাম' ও ইব্ন মালিক (র) রচিত 'আলফিয়া' এবং 'মিনহাজ' গ্রন্থাদি মুখস্থ করে নেন এবং তৎকালীন প্রখ্যাত ওস্তাদগণকে গুনিয়ে তাদের থেকে ইয়াযত বা অনুমতি হাসিল করেন। তিনি মিসরের তৎকালীন প্রখ্যাত ওস্তাদ ও শায়খগণের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আরবী ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, অলংকার শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শিক্ষা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর ৮৬৯ হিজরীতে তিনি পবিত্র হজ্জ আদায় করেন। হজ্জের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কায়রোতে ইসলামী আইন বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর শায়খুনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন, যেখানে পূর্বে তাঁর পিতা অধ্যাপনা করতেন। ৮৯১ হিজরীতে এর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা 'আল বায়বারেসিয়া'তে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৯০৬ হিজরীতে তিনি এ পদ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। তারপর জায়ীরা-এ-নীলের 'আর রওয়া' নামক স্থানে নির্জন বাস আরম্ভ করেন। সেখানে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। তিনি ১৭ বছর বয়স থেকেই কিতাবাদি রচনার কাজ আরম্ভ করেন। হাদীস, তাফসীর,

ফিকহ, আরবী ভাষা সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, সীরাতুননবী ইতিহাস, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করেন।

আল্লামা সুযুতী রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়শতের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর হস্তলিখিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। পাশ্চাত্য গবেষকগণও তাঁর রচিত গ্রন্থাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন। ইমাম সুযুতী রচিত গ্রন্থাদি বহু দেশে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। তন্মধ্যে কায়রো, ইস্তাম্বুল, হায়দরাবাদ, বোম্বে, লাক্ষৌ, কলিকাতা, দিল্লী, ফাম, লীডন, দেমাশ্ক, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহর উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা সুযুতী রচিত 'তাফসীরে জালালাইন' যার অর্ধেক তিনি রচনা করেছেন, বহুদিন থেকে আমাদের এ অঞ্চলের মদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আদদুররুল মানসুর', শানে নুযুল সম্পর্কিত কিতাব 'লুবাবুন নুকুল' এবং উসূলে তাফসীরে তাঁর 'আল ইতকান' গ্রন্থ অনেক খ্যাতি লাভ করেছে। এছাড়া ইল্মে হাদীসে 'জামউল জাওয়ামে', 'আল লাআলিউল মাসনু'আ ফিল আহাদিসিল মাওয়ু'আ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)-এর ফিকহ গ্রন্থ 'তানভিরুল হাওয়ালেক ফী শরহে মুয়াত্তা মালিক', রিজাল শাস্ত্রে 'ইসআফুল মুয়াত্তা বি রিজালিল মুয়াত্তা' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাছাড়া 'আল বুদুরুস সাফিরা ফী উমূরিল আখিরাত', 'হসনুল মুহামিয়া ফী আখবারে মিসর ওয়াল কাহিরা', 'নাঙ্গমুল ইকইয়ান ফী আ ইয়ানিল আ ইয়ান', 'আনমুযাজুল লাবীব ফী খাসায়িসিল হাবীব', 'আল আয়াতুল কুবরা ফী শরহি কিসুসাতিল ইসরা', প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা সম্ভার। 'রিসালাতুল ইমামিস সুযুতী' তার রচিত কয়েকটি রিসালার সমষ্টি, তন্মধ্যে ওসীয়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লি ইবনে আশ্বিহি 'আলী ইবন আবি তালিব ও ওসীয়াতুন নবী (সা) লি আবী হুরায়রা'ও অন্তর্ভুক্ত। এ দু'খানা ওসীয়াতনামা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বাংলা ভাষায় এই প্রথম অনুবাদ করা হলো। আল্লামা সুযুতী (র) তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে অসংখ্য পাঠককে হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থাদির মাধ্যমে অমর হয়ে রয়েছেন।